NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ স্যার আমাদের বাঁচার আর্টটিও নিজের জীবন দিয়ে শিখিয়ে গিয়েছেন!

এশিয়া কাপে আরব আমিরশাহিকে হারালেন হরমনপ্রীতেরা ৮

কলকাতা ২২ জুলাই ২০২৪ ৬ শ্রাবণ ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.7.2024, Vol.18, Issue No. 43 8 Pages, Price 3.00

দুর্নীতি-মুক্ত নতুন তৃণমূল চান মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাম্প্রতিক একাধিক নির্বাচনী সাফল্যে উজ্জীবিত তৃণমূল কংগ্রেস দলকে এবার সম্পূর্ণ দুর্নীতি-মুক্ত করার বার্তা দিলেন দলের দুই প্রধান কান্ডারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্মতলায় দলের বাৎসরিক শহিদ সমাবেশের মঞ্চ থেকে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরুর নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতি-মুক্ত নতুন তৃণমূল গড়ার ডাক দিলেন তাঁরা। সেই দল কেমন হবে সেকথা স্পষ্ট জানিয়ে মমতা বলেছেন, তৃণমূলে তিনি বিত্তবান লোক চান না। চান বিবেকবান লোক। দুর্নীতিবাজদের কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, অন্যায়ের সঙ্গে দল কোনও ভাবেই আপস করবে না। আর অভিষেক বলেন, বিরোধীদের হাজার প্ররোচনা উপেক্ষা করে বাংলার মানুষ তৃণমূলকে ভোটে জিতিয়েছে। তাই তৃণমূল কর্মীদের দায়িত্বও আরও বেশি করে পালন করতে হবে। তাই আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। আরও বেশি করে মানুষের কাজ করতে হবে। আরও বেশি বিনয়ী হতে হবে। আরও বেশি শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে হবে।

সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচন এবং সদ্যসমাপ্ত চার বিধানসভার উপনির্বাচনে রাজ্যে আশাতীত সাফল্য পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে এবারের একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে যে বাড়তি উন্মাদনা থাকবে, সে কথা একরকম জানাই ছিল। প্রত্যাশামতোই সাতসকাল থেকেই ধর্মতলা চত্বর উপচে পড়ে তুমুল ভিড়ে। চড়া রোদ, মাঝে মাঝে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টিতেও ভিড়ে ভাটা পড়েনি। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে মানুষ মমতা-অভিষেকের ভাষণ শোনার জন্য অপেক্ষা করেছেন। সেই জনপ্লাবনের সামনে দাঁড়িয়ে দলকে সম্পূর্ণ ভাবে শুদ্ধকরণের বার্তা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস শুধুমাত্র কোনও রাজনৈতিক দল নয়, এটি মানুষের সেবা করার মঞ্চ। তাই দুর্নীতির সঙ্গে আপস করা হবে না। মানুষকে যারা পরিষেবা দেবে না, তাদের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস কোনও সম্পর্ক নেই। বলেন, 'আমরা মানুষের পাহারাদার। আমরা যত জিতব, তত দায়িত্ববান হতে হবে। আমরা লোভী হতে চাই না, মানুষের বন্ধু হতে চাই।'

সম্প্রতি বিভিন্ন দুর্নীতিতে নাম জড়াচ্ছে শাসকদলের বিভিন্ন স্তরের নেতার। বিষয়টিতে তিনি যে যারপরনাই অসন্তুষ্ট, কোনও রাখ-ঢাক না-রেখে এদিন সেকথাও স্পষ্ট করেছেন তৃণমূল নেত্রী। তিনি বলেন, দুর্নীতির সঙ্গে আপস নয়। মানুষকে যারা পরিষেবা দেবে না, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। এখানেই না-থেমে হুঁশিয়ারির সুরে বলেছেন, 'পয়সা আসে, চলে যায়। সেবার কোনও বিকল্প নেই। সব পুরসভা, পঞ্চায়েত, এমএলএ, এমপি, প্রধান সবাইকে বলব, কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ যেন কেউ না-পায়। যদি কোনও অভিযোগ ওঠে, আমরা কিন্তু উপযুক্ত অ্যাকশন নেব। গরিব থাকুন, যা আছে ঘরে, তাই খেয়ে বেঁচে থাকুন। তাহলেই আপনাদের কেউ সরাতে পারবে না।' তৃণমূল কংগ্রেস বিত্তবান কর্মী চায় না, বরং বিবেকবান কর্মী চায়। তাই কোনও কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে, তিনি যে স্তরেরই হোন না কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে দলনেত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন।

ছাব্বিশের ভোটে উত্তরবঙ্গেও তৃণমূল ভালো ফল করবে বলে আশাবাদী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল নেত্রীর কথায়, 'উত্তরবঙ্গে আমাদের ফল খুব ভালো হয়নি। মালদহে লোকসভা নির্বাচনে আমরা জিতিনি, আমি জানি না কেন আপনারা আমাদের ভুল বুঝলেন, হয়তো আমাদেরই দুর্ভাগ্য। একটা সিট বিজেপিকে, একটা কংগ্রেসকে। ওরা কোনওদিন কিছু করেছে আপনাদের জন্য? তাও ভুল বুঝিনি আমি। আমি বিশ্বাস করি, ছাব্বিশের মালদহের আম-আমসত্ত্ব আমরা পাবই।' সাম্প্রতিক লোকসভা ও বিধানসভা উপনির্বাচনে দলের সাফল্যের জন্য রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী বলেন, নির্বাচনী সাফল্যে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। বরং দলের নেতা-কর্মীদের আরও দায়িত্ববান, আরও বিনয়ী হতে হবে। এখন থেকে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, ওই ভোটে উত্তরবঙ্গেও দল ভালো ভোট পাবে বলে তিনি আশাবাদী।

এর আগে দলীয় নেতা-কর্মীদের কঠোর বার্তা দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, দলের হাতে থাকা যে সব পুরসভা ও পঞ্চায়েত এলাকায় লোকসভা ও বিধানসভা উপনির্বাচনে দল পিছিয়ে ছিল, সেখানকার নেতাদের ভূমিকা তিনি গত একমাস ধরে পর্যালোচনা করেছেন। কিছু কিছু পুর চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর, পঞ্চায়েত প্রধান, অঞ্চল সভাপতিরা নিজেরা ভোটে জিতেছেন। কিন্তু লোকসভা বা বিধানসভা ভোটে দলকে জেতাতে পর্যাপ্ত পরিশ্রম করেননি। এঁদের সবাইকে আগামী তিন মাসের মধ্যে কঠোর শাস্তির মুখে পড়তে হবে। অন্য দিকে, সাম্প্রতিক নির্বাচনী সাফল্যকে মানুষের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে অভিষেকও ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের জন্য এখন থেকে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রধান বিরোধী বিজেপির হাতে ইডি-সিবিআই-আয়কর বিভাগ আছে, অর্থবলও আছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন রয়েছে। তার বলেই তৃণমূল কংগ্রেস বারবার বিজেপিকে ভোটে পর্যুদস্ত করেছে।

ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধি হিসেবে সমাজবাদী পার্টি নেতা তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবসের সমাবেশে যোগ দেন। তিনি বলেন, 'দিল্লির সরকার টিকবে না। খুব শীঘ্রই পতন হবে। কেন্দ্রকে নিশানা করে বলেন, 'দিল্লিতে যাঁরা ক্ষমতায় রয়েছেন, তাঁরা তা ধরে রাখার জন্য শহিদ ধার নেন। যা খুশি তাই করতে পারেন। যখন জনতা জেগে ওঠে, এই সব লোকের মিথ্যাপ্রচার ধাক্কা খায়।'

'দরজায় কড়া নাড়লে আশ্রয়'

একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে আন্দোলন-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, বাংলাদেশের মানুষ দরজায় কড়া নাড়লে আশ্রয় দেবেন তিনি। কোটা-বিরোধী আন্দোলনে বিগত কয়েক দিন ধরে উত্তাল বাংলাদেশ। বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, মৃতের সংখ্যা একশো পেরিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বেনাপোল-পেট্রাপোল ও ত্রিপুরার আখাউড়া-আগরতলা চেকপোস্ট দিয়ে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই দেশে ফিরে আসছেন। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের তরফেও ভারতীয় নাগরিকদের বাড়ির বাইরে বেরতে নিষেধ করা হয়েছে।

মোদির বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি খারিজ লোকপালের

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই: নির্বাচন এগিয়ে আসতেই রাহুল গান্ধি 'আম্বানি-আদানি'দের বিরুদ্ধে মুখ বন্ধ করে ফেলেছেন কেন বলে লোকসভা ভোটের প্রচারে নরেন্দ্র মোদি প্রশ্ন তুলেছিলেন। কংগ্রেস কি আম্বানি-আদানিদের থেকে টেম্পো ভর্তি কালো টাকার ঝুলি পেয়েছে? নরেন্দ্র মোদির এই মন্তব্যে লোকপালের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছিল। অভিযোগে বলা হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে আম্বানি, আদানিদের কালো টাকার খবর ও তার লেনদেনের খবর থাকা সত্ত্বেও তিনি এ বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা নেননি। ফলে তাঁর বিরুদ্ধেই তদন্তের দাবি তোলা হয়। একই সঙ্গে রাহুল গান্ধি, শিল্পপতি মুকেশ আম্বানী ও গৌতম আদানিদের বিরুদ্ধেও তদন্তের দাবি করা হয়।

দুর্নীতি প্রতিরোধ সংস্থা লোকপাল দেশের প্রধানমন্ত্রী, ক্যাবিনেট মন্ত্রী, সাংসদ ও শীর্ষস্তরের আমলাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করতে পারে। লোকপালের প্রধান এখন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এ এম খানউইলকর। লোকপাল ওই অভিযোগের রিপোর্টে জানিয়েছে, 'এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করাটা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। কারণ প্রধানমন্ত্রী করা মন্তব্য ভোটের প্রচারের অঙ্গ, অনুমানের ভিত্তিতে মন্তব্য বা কাল্পনিক প্রশ্ন। কাল্পনিক তথ্যের ভিত্তিতে, যদি এমন হত আন্দাজ করে বিরোধীদের কোণঠাসা করতে ভোটের প্রচারে প্রশ্ন তোলা।' লোকপাল নিজের রায়ে অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর নাম উল্লেখ করেনি।

ধসে মৃত ৩

■ প্রবল বর্ষণ আর দুর্যোগে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ডে চারধাম যাত্রা। কেদারনাথেও ধস নেমেছে বলে খবর। গৌরীকুণ্ডের কাছে মাটি চাপা পড়ে কমপক্ষে ৩ জনের মৃত্যুর খবর খবর সামনে এসেছে। আহত হয়েছেন ৮ জন। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার ভোরের দিকে গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারনাথ যাওয়ার পথে চিরবাসা এলাকায় ধস নামে।

এক্সপ্রেসে আতঙ্ক

■ সমস্তিপুর স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা বিহার সম্পর্কক্রান্তি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ট্রেনের সাধারণ কামরায় লাগানো অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে বিস্ফোরণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হওয়ার খবর নেই। খবর পেয়ে রেলের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তদন্ত শেষে ট্রেনটি ছেড়ে দেয়।

রেল-রিপোর্ট

■ গত ১৮ জুলাই গোন্ডার কাছে বেলাইন হয়েছিল চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসের ১২টি কামরা। তদন্তকারী দলের পেশ করা রিপোর্টে রেল ট্র্যাকের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবকেই কারণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, দুর্ঘটনার ঘণ্টাখানেক আগে লখনউ ডিভিশনের সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার লাইনে হওয়া ত্রুটি মেরামত করার কথা বললেও, তা সঠিক ভাবে করা হয়নি।

আজ শুরু বাজেট অধিবেশন, ডেপুটি স্পিকার চায় কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই: সংসদে অধিবেশন চলাকালীন কোনও সহকর্মীর বক্তৃতা চলাকালীন বাকি সাংসদদের বাধা না দেওয়ার বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার সর্বদল বৈঠকে সকলকে এই বার্তা দেন তিনি। এমনকি, অধিবেশন চলাকালীন সকলকে সংযত থাকার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি।

আজ, সোমবার শুরু সংসদের বাজেট অধিবেশন। তার আগে রবিবার সংসদে সর্বদল বৈঠক ডাকা হয়েছিল সরকারের তরফ থেকে। তৃণমূল ছাড়া সব বিরোধী দলই উপস্থিত ছিল রবিবারের বৈঠকে। সেই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন রাজনাথ সিং। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজেজু। সেখানেই বৈঠকে কী কথা হয়েছে বলে সাংবাদিকরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁর উত্তরে রিজেজু বলেন, 'আমরা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে বদ্ধপরিকর বলে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং আবেদন করেন। কোনও সদস্য সংসদে কথা বলাকালীন, আমাদের হস্তক্ষেপ করা এবং বাধা দেওয়া উচিত নয়।'

সেই কথা বলতে গিয়ে রাজনাথ সিং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। মোদির নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠনের পর সংসদে বিশেষ অধিবেশনে তাঁর ভাষণের সময় লোকসভা এবং রাজ্যসভায় বিরোধীরা হট্টগোল করেন। মোদিকে বার বার ভাষণ দিতে বাধা দেওয়া হয়। রবিবারের বৈঠকে সেই বিষয়টিক সামনে রেখে রাজনাথ বলেন, 'সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য ভালো নয়। প্রধানমন্ত্রীর কথা বললে, তা সংসদ এবং দেশের শোনা উচিত।'

কিরেন বিরোধী দলগুলির নেতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা সমস্ত নেতার পরামর্শ নিয়েছি। সংসদ সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার দায়িত্ব সরকার এবং বিরোধী দল উভয়েরই।' রবিবারের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ, কে সুরেশ, মিমের আসাউদ্দিন ওয়েইসি, আরজেডির অভয় কুশওয়হা, আপের সঞ্জয় সিংহ সমাজবাদী পার্টির রামগোপাল বর্মা।

এই বৈঠকে তৃণমূল ছাড়া সব বিরোধী দলই উপস্থিত ছিল। অধিবেশন চলাকালীন বিরোধীরা যাতে নিজেদের ইস্যুগুলি তুলে ধরতে পারেন, সরকারকে তা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করেন বৈঠকে উপস্থিত বিরোধী দলের নেতারা। লোকসভায় বিরোধী শিবির থেকে কাউকে ডেপুটি স্পিকার পদে বসানোর দাবি তোলেন কংগ্রেস নেতারা। সূত্রের খবর, নিটের প্রশ্নফাঁস ইস্যুতেও রবিবারের বৈঠকে সরব হন কংগ্রেস নেতারা। পাশাপাশি ওয়াইএসআর কংগ্রেস, জেডিইউ ও বিজেডির তরফে যথাক্রমে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার ও ওড়িশাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানানো হয়।

সম্প্রতি কানোয়ার যাত্রা ইস্যুতে যে চর্চা শুরু হয়েছে, যে বিতর্ক দানা বাঁধছে, সেই প্রসঙ্গও রবিবারের সংসদের সর্বদল বৈঠকে ওঠে। বিতর্কের সূত্রপাত হয় উত্তরপ্রদেশ সরকারের জারি করা একটি নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে। সেখানে বলা হয়েছিল, কানোয়ার যাত্রাপথের ধারের দোকানগুলিতে মালিকের নাম-পরিচয় বাধ্যতামূলক ভাবে দোকানের বোর্ডে লেখা থাকতে হবে। একই নির্দেশিকা উত্তরাখণ্ডেও জারি হয়েছে। এর পর মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতেও পুর প্রশাসনের তরফে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কানোয়ার যাত্রা প্রসঙ্গে উত্তরপ্রদেশ সরকারের এই নির্দেশিকার বিরোধিতায় সর্বদল বৈঠকে সরব হন সমাজবাদী পার্টি ও আম আদমি পার্টির নেতারা।

আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরতে বলেছে আদালত

সংরক্ষণে সুপ্রিম-সংস্কার, মেধার জয় বাংলাদেশে

ঢাকা, ২১ জুলাই: সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে হাইকোর্টের রায় খারিজ করে দিল বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট। দেশের সংরক্ষণ ব্যবস্থার সংস্কার করা হবে বলে রায় দিয়েছে শীর্ষ আদালত। তবে ২০১৮ সালে হাসিনা সরকারে নেওয়া সিদ্ধান্ত, হুবহু তা বহাল রাখেনি শীর্ষ আদালত। হাইকোর্টের রায় বাতিল করা হলেও, সংরক্ষণ ব্যবস্থা পুরোপুরি বাতিল করা হয়নি। ২০১৮ সালে সংরক্ষণ নিয়ে শেখ হাসিনার সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্ত গত ৫ জুন অবৈধ ঘোষণা করেছিল হাইকোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। রবিবার বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্টের নির্দেশ। এ ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায় কিছুটা হলেও হাসিনা সরকারের পক্ষেই গিয়েছে। সেদেশের সরকারি চাকরিতে মোট সাত শতাংশ সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য পাঁচ শতাংশ সংরক্ষণ থাকবে। বাকি দুই শতাংশ অন্য শ্রেণির জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বাকি ৯৩ শতাংশ মেধার ভিত্তিতেই নিয়োগ করা হবে।

- সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে হাই কোর্টের রায় খারিজ
- দেশের সংরক্ষণ ব্যবস্থার সংস্কারে সায় বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের
- সংরক্ষণ ব্যবস্থা পুরোপুরি বাতিল করা হয়নি
- দেশের সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মোট সাত শতাংশ সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে
- তার মধ্যে পাঁচ শতাংশ সংরক্ষণ থাকবে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য
- বাকি দুই শতাংশ থাকবে অন্য শ্রেণির জন্য সংরক্ষিত
- ৯৩ শতাংশ নিয়োগই হবে মেধার ভিত্তিতে

একই সঙ্গে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফেরার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশের শীর্ষ বলেছে আদালত। শুনানির পর বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দীন বলেছেন, 'হাইকোর্টের রায় বেআইনি ছিল বলে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য সরকারি চাকরিতে পাঁচ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। অন্যান্য শ্রেণির জন্য বাকি দুই শতাংশ সংরক্ষণ করা হবে।' বেশ কয়েক দিন ধরে সংরক্ষণ সংস্কারের দাবিতে বাংলাদেশে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ঢাকার রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারী ছাত্রদের তুমুল সংঘর্ষও হয়েছে। তাতে অনেকের মৃত্যু হয়েছে। সূত্রের খবর, মৃতের সংখ্যা ১৫১। শুক্রবার রাত থেকে সেদেশে কার্ফু জারি করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। যা এখনও চলছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয়েছে সেনা। ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মোট ৫৬ শতাংশ আসন সংরক্ষিত ছিল এবং সাধারণের জন্য নির্ধারিত ছিল ৪৪ শতাংশ আসন। এই নিয়মই এতদিন বহাল ছিল। ৫৬ শতাংশের মধ্যে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মীয়দের জন্য ৩০ শতাংশ, নারীদের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ, বিভিন্ন জেলার জন্য ১০ শতাংশ, জনজাতিদের জন্য ৫ শতাংশ এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য ১ শতাংশ পদ সংরক্ষিত ছিল। ২০১৮ সালে সংরক্ষণ সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন হওয়ার পরই হাসিনা সরকার নির্দেশ জারি করে মুক্তিযোদ্ধার স্বজনদের জন্য ৩০ শতাংশ, নারীদের জন্য ১০ শতাংশ এবং জেলা খাতে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ বাতিল করে দেয়। শুধু জনজাতিদের ৫ শতাংশ এবং প্রতিবন্ধীদের ১ শতাংশ সংরক্ষণ রাখা হয়। ২০২১সালে সাতজন মুক্তিযোদ্ধার আত্মীয়রা ২০১৮-র সংরক্ষণ বাতিলের নির্দেশনামার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে যান। সেই মামলায় গত ৫ জুন হাসিনা সরকারের নির্দেশ অবৈধ বলে রায় দেয় হাইকোর্ট। নির্দেশনামা বাতিল মানেই ফের আগের সংরক্ষণ ফিরে আসা। তার প্রতিবাদেই ফের ছাত্ররা আন্দোলনে নামলে গত কয়েক দিন ধরে তপ্ত হয়েছিল বাংলাদেশ। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর বাংলাদেশে অশান্তি কমার আশা করছেন সেদেশের মানুষ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

LICI Policy (No. 429974711) তে আমার নাম Nargis Bibi W/o. Sujit Sk আছে। গত ১২/০৭/২০২৪ বহরমপুর এস.ডি.ই.এম (এস) কোর্টের এফিডেভিট বলে Nargisa Bibi ও Nargis Bibi এবং Sujit Shaikh ও Sujit Sk যথাক্রমে এক ও অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম।

PUBLIC NOTICE

I, Sanjay Singh, son of Baleshwar Prasad Singh of Emami City, Flat No. 601, Block C2, 2 Jessore Road, Central Jail, Nagerbazar, Kolkata, PIN-700 028, West Bengal. By virtue of Affidavit dated 18-07-2024 have declared that in Hidco's list my name has been recorded as "Sanjay Kumar Singh". "Sanjay Singh" & "Sanjay Kumar Singh" is the same identical person and no separate identity involved.

নাম-পদবী

পাশ পোর্টে আমার নাম মন্ডল বাবুর আলি সেখ মোহম্মদ পিতা- দৌলত মোহম্মদ মন্ডল আছে। ১৭/২/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে বাবুর আলি সেখ পিতা- দলু সেখ ও মন্ডল বাবুর আলি মোহম্মদ পিতা দৌলত মোহম্মদ একই ব্যক্তি আমার আসল নাম বাবুর আলি সেখ পিতা- ঁ দলু সেখ পোষ্ট ও গ্রাম- চারা তলা চাপড়া নদীয়া।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ সোম বার, ২২ শে জুলাই। ৬ ই শ্রাবণ। প্রতিপদ তিথী। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা। বিংশোত্তরী চন্দ্ররর মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : শুভদিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ, পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের বিদ্যালয়ে নিয়ে যে সমস্যা ছিল, সেটা মিটে যাবে। গৃহ শিক্ষকের আচরণে, যে ঘটনাটি ঘটেছিল তাও মিটে যাবে। উর্ধ্বোদন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। বাণিজ্য ও শুভ দিন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা। নতুন যোগাযোগের দ্বারা দোকান ভূমি সম্পত্তি বিষয় সুখ বৃদ্ধি। জয় তারা জয় তারা কলুন এগিয়ে চলুন।

বৃষ রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলা উচিত। পরিবার পরিজন বন্ধু-বান্ধবের থেকে দুঃখ প্রাপ্তির দিন। প্রেমিকের কথায় বিতর্ক তৈরি হবে। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথা নিয়ে বিতর্ক। পরিবারের স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব। বাণিজ্যে অর্থ লাভের পথ আটকে যাবে। আজ বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা। সতর্ক থাকা উচিত ধৈর্য রাখলে শুভ নিমন্ত্রণ বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে শরীর খারাপের প্রবল সম্ভবনা। হজম সংক্রান্ত কোনো সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। ওম নামো শিবায় বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ শুভ দিন। শুভ যোগাযোগের দ্বারা কর্মে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। চিন্তা করে ভেবে কথা বললে, দাম্পত্যেও সুখ। বৃদ্ধ দ্বারা কোন শুভ সম্পর্ক তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য খুবই শুভ দিন। উচ্চ বিদ্যা যোগে যার চেষ্টা করছেন তাদের সফলতা নিশ্চিত বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল দোকান ব্যবসা করেন যারা তাদেরও লাভ-প্রাপ্তির দিন। হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য কলহ থাকবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা যে সমস্যা মুক্তির পথ দেখেছিলেন, আজ তা দুশ্চিন্তায় ভরা থাকবে। কর্মে বিভ্রান্তিকর অবস্থা থাকবে। সকাল বেলায় কোন প্রতিবেশী দ্বারা বিতর্কের সম্ভাবনা। সতর্ক থাকা। ধৈর্য ধরা। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের ধৈর্য রাখতে হবে। দেবী মাহা লক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকুন আজকের দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। যে প্রভাবশালী মানুষ কথা দিয়েছিলেন যে, আপনার কাজটা করে দেবেন, তিনি কথা রাখতে পারলেন না, বলে কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ বিতর্ক দানা বাঁধবে, পরিবারে এক নারীকে কেন্দ্র করে। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করবেন ঠিক করেছেন তারা একটু ধৈর্য ধরুন। নারায়ণ শ্রী বিষ্ণু স্তোত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : সম্প্রতি ছোট ভ্রমণে যাওয়ার জন্য পরিবারে, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। যে ছোট ভ্রমণে যাওয়া হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিতর্কিত কোন মানুষের দ্বারা কষ্টপ্রাপ্তি। দুঃখ প্রাপ্তি। বাড়িতে জল কল আলো এই বিষয়ে সঠিক মিস্ত্রির প্রয়োজন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয়। প্রেমিক যুগল ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন। গণেশ স্তোত্রম পাঠ করলে উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে কোনো ছোট অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। ছোট ভ্রমণের পরিকল্পনা। সুখ -বৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা শান্তির বাতাবরণ বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। বাস্তু কৃষি জমি বিষয় কাজ করেন, তাদের হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি আয় বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত নিন এগিয়ে চলুন হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলো।

বৃশ্চিক রাশি : মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে। আজ সুখের দিন। যারা বেতনভুক কর্মচারী তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের, কিছু সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাবেন। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের পুরাতন বান্ধব, প্রতিবেশী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তির দিন। পরিবারের দাম্পত্য শান্তি। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি বিদ্যা যোগ শুভ। শিক্ষকের যে আচরণে কষ্ট পেয়েছিলেন আজ সেখানে শান্তির বাতাবরণ। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ সকালের দিকে সতর্কতা অবলম্বন করুন। প্রতিবেশীর দ্বারা বিবাদ বিতর্ক। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পরিবারে এক অশান্তির বাতাবরণ। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি উচ্চারণ করে বৈর্য রাখলে সন্ধ্যার পর সম্মান প্রাপ্তি। বাণিজ্যের নতুন পথের সন্ধান। অর্থপ্রাপ্তি। বাড়ি জমি বাস্তু নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার দাম্পত্যের ভুল বোঝাবুঝি চলবে। ধৈর্য রাখলে উচ্চ বিদ্যা নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের শুভ হবে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসী পত্র প্রদান করুন। নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ সচেতন থাকা ভালো। পরিবারের অনাত্মীয় দ্বারা কিছু বিতর্কের তৈরি হবে। পরিবারে দুটি বা তিনটি সন্তান থাকলে তাদের একজনকে নিয়ে কিছু বিতর্ক তৈরি হবে। যা পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ আনবে। যাদের বাড়িতে ভাড়াটিয়া আছে কিছু বিতর্কের সম্ভাবনা তাদের সাথে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র প্রদান করুন, শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ রবিবার।কর্মে শান্তির বাতাবরণ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কর্মে উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্য অর্থ-প্রাপ্তির প্রবল। যারা ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল কর্মে আছেন, তাদের শান্তির বাতাবরণ। দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা। ধৈর্য সহ, কথা কম বলে, অন্যের কথাকে মান্যতা দিলে, নিশ্চয়ই শুভ বৃদ্ধি হবে।

মীন রাশি : নতুন ব্যবসায়িক কোনো বড় চুক্তির সম্ভাবনা। ধৈর্য রাখলে আজ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। পরিবারের সন্তানের সফলতা। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথার মর্যাদা দিলে শুভ। দুর্গা বা কালি শক্তি মন্দির।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আন্দোলনে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের মানুষের পাশে থাকার বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: একুশে জুলাই এর মঞ্চ থেকে আন্দোলনে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোটা বিরোধী আন্দোলনে বিগত কয়েক দিন ধরে উত্তাল বাংলাদেশ। বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, মৃতের সংখ্যা একশো পেরিয়েছে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে বেনাপোল-পেট্রাপোল ও ত্রিপুরার আখাউড়া-আগরতলা চেকপোস্ট দিয়ে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই দেশে ফিরে আসছেন। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের তরফেও ভারতীয় নাগরিকদের বাড়ির বাইরে বেরোতে নিষেধ করা হয়েছে।

এই অবস্থায় অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে বাংলাদেশ নিয়ে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতায় বাংলাদেশি উপ-দূতাবাসের দিকে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন নাগরিক সমাজের একাংশ। সমাজমাধ্যমে বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে কার্যত যুযুধান বিভিন্ন পক্ষ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশে যদি কেউ আটকে থাকেন, আমরা তাঁদের ফেরাবার ব্যবস্থা করব। এর বেশি আমি কিছু বলতে পারি না। ওটা যা বলার ভারত সরকার বলবে। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি, বিপদে পড়ে কেউ যদি আমাদের দরজায় কড়া নাড়ে, আমরা তাঁদের পাশে থাকব। এটা আমার কথা নয়। এটায় রাষ্ট্রপুঞ্জের কনভেনশন আছে। যেখানে বলা আছে, বিপদে পড়ে কেউ আশ্রয় চাইলে তাঁকে আশ্রয় দিতে হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী এখানে নিশ্চিতভাবেই ১৯৫১ সালে গৃহীত রাষ্ট্রপুঞ্জের রিফিউজি কনভেনশনের কথা বলতে চাইলেন। যাতে 'রিফিউজি' সংক্রান্ত সংজ্ঞা ও দেশ ছেড়ে পালানো আশ্রয়প্রার্থী 'রিফিউজি'-দের ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। স্পষ্ট করে তাতে লেখা রয়েছে, কোনও ব্যক্তি কোনও দেশ থেকে অত্যাচারিত হয়ে অন্য একটি দেশে আশ্রয় চাইলে কোনও অবস্থাতেই তাঁকে তাঁর আগের দেশে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই আন্তর্জাতিক আইনের কথাই মনে করিয়ে দিতে চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এর পাশাপাশি তিনি যোগ করেন, 'আমি একটাই কথা বলব। বাংলাদেশ নিয়ে আমরা যেন কোনও প্ররোচনাতে না যাই। আমাদের সহমর্মিতা আছে। আমাদের দুঃখ আছে। কিন্তু এর বেশি কিছু বলতে পারি না।' একটি অঙ্গরাজ্যের প্রধান হিসেবে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যে তাঁর কথা বলা অনুচিত, এই আন্তর্জাতিক প্রোটোকলের কথাই মনে করিয়ে দিতে চাইলেন তিনি।

ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে আজ কোটা সংস্কার নিয়ে সেদেশের সুপ্রিম কোর্টের রায় এসেছে। বিচারপতিরা জানিয়েছেন, আমূল সংস্কার করতে হবে কোটা ব্যবস্থার। যার ফলে আপাতত আশা, হয়ত অশান্তি খানিক কমতে পারে।

বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি বৈঠকের ডাক রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বছরে অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে রাজ্য সরকার বৈঠকে বসতে চলেছে। মুখ্য সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা সোমবার নবান্নে এই বিষয়ে বৈঠক ডেকেছেন। প্রস্তাবিত ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সব দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা অমিত মিত্রর উপস্থিত থাকার কথা। একই সঙ্গে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে প্রস্তাবিত শপিং ফেস্টিভ্যাল নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হতে পারে। উল্লেখ্য আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্য সরকার নবম বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আয়োজন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এর আগে সপ্তম বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আসর বসেছিল ২০২৩ সালের নভেম্বরে। সেই হিসাবে চলতি বছরের নভেম্বরে এই সম্মেলনের বসার কথা। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রায় ৪ মাস রাজ্যে সেভাবে কোনও কাজই হয়নি নানা বিধিনিষেধের কারণে। তারপরে পরেই বর্ষা এবং উৎসবের মরশুম। এই অল্প সময়ের মধ্যে সব কিছু গুছিয়ে করে ওঠা সম্ভব নয় বলেই মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন এবছর আর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আসর বসছে না। পরিবর্তে তা বসতে পারে আগামী বছরের গোড়ার দিকে। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী খোলসা করেননি যে ঠিক কোন সময়ে সেই আসর বসবে। এখন নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই আসর বসতে চলেছে। তার জন্য প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে।

হাওড়া স্টেশন অতীত সময়ের সারণিকার সফর

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া রেল স্টেশনকে কলকাতার প্রবেশ দ্বার বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গার তীরে অবস্থিত হাওড়া জেলাতে ভারতের অন্যতম বৃহত্তম, প্রাচীন রেল স্টেশনের মধ্যে অন্যতম। ১৮৫৪ সাল থেকে চালু হওয়া এই স্টেশনের অতীত ইতিহাস বড়ই চমকপ্রদ। ২৩টি প্ল্যাটফর্ম সমন্বিত এই রেল স্টেশনটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ও ব্যস্ততম রেল স্টেশন, যেখানে দৈনিক ১০ লক্ষাধিক মানুষ যাতায়াত করেন।

১৮৫৪ সালের ১৫ অগাস্ট ব্রিটিশ ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা এর যাত্রা শুরু। হাওড়া-হুগলি মেইন লাইনে ট্রেন চলার মাধ্যমে ভারতীয় রেলের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এটা হয়তো অনেকেরই অজানা যে এই স্টেশনে ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মই নেই। কিন্তু আলোকমালায় সুসজ্জিত হাওড়া স্টেশনে আসলে ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মের জায়গাটিকে 'জিরো মাইল' বলা হয়। অর্থাৎ এই জায়গায় শুধু পণ্য পরিবহণ করা হয়। এখানে কোনও লোকাল বা দূরপাল্লার ট্রেন ঢোকে না। শুধুমাত্র জিনিসপত্র ওঠানামা করানো হয়। বলা হয়, ১৮৫৪ সালের ১৫ আগস্ট জিরো মাইল থেকেই প্রথম ট্রেন পাড়ি দিয়েছিল হুগলিতে। ঠিক ছিল, সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ট্রেনটি হাওড়া থেকে হুগলি পৌঁছবে।

বছরের পর বছর ধরে এই স্টেশনটি যাত্রী বৃদ্ধির সঙ্গে ও যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে। ১৮৫৪ সালে দুটি প্ল্যাটফর্মের পর ১৯০৫ সালে ছয়টি অতিরিক্ত প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়। এরপর ১৯৮৪ সালে আরও আটটি ও ১৯৯২ সালে নতুন টার্মিনাল নির্মাণ সম্পন্ন হয়। ২০০৯ সাল থেকে ২৩ টি প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ সম্পন্ন হয়।

হাওড়া স্টেশন কলকাতাকে সমগ্র ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। যার মধ্যে নতুন দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই ও ব্যাঙ্গালুরু অন্যতম। এই স্টেশনটি ভ্রমণ প্রিয় মানুষদের কাছে অতি পরিচিত গন্তব্য, যা সারা বিশ্বের থেকে আসা যাত্রীদের ভারতের ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটকে ব্যক্ত করে। শুধু নতুন প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ নয়, ২০০২ সালে ক্যাব রোড নির্মাণ অন্যতম উন্নয়ন।

গোটা দেশের অন্যতম ব্যস্ত রেল স্টেশন হাওড়া। স্টেশনটির পরতে পরতে ইতিহাস। বর্তমানে রোজ ৪৫০টি শহরতলি এবং ১০৭টি দূরপাল্লার ট্রেন এখান থেকে চলাচল করে।

বহু ইতিহাসের সাক্ষী সে। লন্ডনের এডওয়ার্ড জন ডেন্টের সংস্থার তৈরি ঘড়িটি হাওড়া স্টেশনে জায়গা পায় ১৯২৬ সালে। ৩ ফুট ৯ ইঞ্চির ডায়ালে বড় কাঁটা দুফুটের। আর ছোট কাঁটাও ছোট নয় মোটেও। লম্বায় দেড় ফুট। প্রথমে মেকানিক্যাল ঘড়ি ছিল। ১৯৭৫ সালে 'বড় ঘড়ি' ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল হয়। এখন রিচার্জেবল ব্যাটারিচালিত স্বয়ংক্রিয় ঘড়ি হয়ে গিয়েছে। লন্ডনে জন্ম হলেও হাওড়া স্টেশনে লাগানোর দায়িত্ব পেয়েছিল কলকাতার বিখ্যাত ঘড়ি ব্যবসায়ী দেবপ্রসাদ রায়ের সংস্থা রায় ব্রাদার্স কোম্পানি। এই বড় ঘড়ি হল হাওড়া স্টেশনের ল্যান্ডমার্ক। এর তলাতেই বহু মানুষ দাঁড়িয়ে থেকেছেন প্রিয়জনের অপেক্ষায়। শতবর্ষ ছোঁয়া বড় ঘড়িতে উজ্জ্বল হাওড়া স্টেশন।

অল বেঙ্গল রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও রাজ্য আইএনটিটিইউসি-র সদস্য এবং শ্রমিক নেতা বাপি ঘোষের নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে ২১শে জুলাই শহিদ স্মরণে ধর্মতলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাবেশে যোগ দেন।

দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহবানে সাড়া দিয়ে দলীয় কর্মীদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিলেন উত্তর কলকাতার তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক নেতা মানা চক্রবর্তী। শিয়ালদা ও উত্তর পূর্ব কলকাতা থেকে যে সব কর্মী সমর্থকেরা এসেছিলেন, তাদের জন্য ঠাণ্ডা পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন তিনি। পাশাপাশি কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবারও ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।

একুশে জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে তোলা ছবি

মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি সফরের আগে প্রতিটি দফতরের কাছে বকেয়ার রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি সফরের আগে প্রমাণ-সহ প্রতিটি দফতরের কাছে বকেয়ার পূর্ণাঙ্গ তথ্য রিপোর্ট আকারে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল অর্থ দফতর। আর্থিক বছরগুলিতে প্রকল্প ধরে ধরে বকেয়ার তথ্য নথিভুক্ত করতে বলা হয়েছে।

সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি সপ্তাহে দিল্লি সফরে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকে তিনি আবারও বকেয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে। ১০০ দিনের কাজ থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, গ্রাম সড়ক যোজনায় কেন্দ্রের কাছে প্রচুর টাকা বকেয়া রয়েছে রাজ্যের। অতীতে বার বার বকেয়া আদায়ের দাবিতে আন্দোলন থেকে শুরু করে কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠক করেছে রাজ্য সরকার। তারপরেও বকেয়া মেটানো হয়নি।

সূত্রের খবর ফের একবার প্রধানমন্ত্রীর কাছে বকেয়া মেটানোর দাবি সমেত বকেয়ার পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান তুলে দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও নীতি আয়োগের বৈঠকে বিভিন্ন মন্ত্রকের মন্ত্রীরা থাকবেন। সেখানেও নির্দিষ্ট মন্ত্রকের হাতে রিপোর্ট তুলে দেওয়া হতে পারে। নবান্নের তরফে প্রতিটি দফতরকে বকেয়ার যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে তাতে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের সই থাকতে হবে। নবান্ন সূত্রে খবর, সবচেয়ে বেশি বকেয়া রয়েছে গ্রামোন্নয়নে। ১০০ দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বরাদ্দ পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনাতেও বকেয়া বন্ধ রয়েছে। এবার গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী হয়েছেন শিবরাজ সিং চৌহান। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা হতে পারে। এদিকে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে বরাদ্দ বন্ধ ছিল। সম্প্রতি বরাদ্দ ছেড়েছে কেন্দ্র। গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রেও বরাদ্দ পাওয়া যাবে বলে আশা রাজ্যের।

তৃণমূল নয়, একুশে জুলাই হাওড়া স্টেশনের দখল নিল মহাদেব প্রেমী ভক্তরা

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন ২১শে জুলাই মানেই মূলত হাওড়া স্টেশন চত্বর দখলে চলে যায় শাসক দলের কর্মী-সমর্থকদের। সঙ্গে থাকে চিরাচরিত ভিড়ও। যদিও প্রতিবারের মতোই এবারের একুশে জুলাইয়ে প্রবল বৃষ্টি হয় কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় উপকূল জুড়ে। তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এবার সেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে মহাদেবের টানে তারকেশ্বরমুখী ভক্তদের ভিড় দেখা গেল হাওড়া স্টেশনে।

রবিবার ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবসের সমাবেশের জন্য রাস্তায় ছিল উপচে পড়া ভিড়। অন্যদিকে দফায়-দফায় বৃষ্টি। কিন্তু এসবের মাঝেও শিবভক্তদের আটকে রাখে কার সাধ্যি? তাই সকাল থেকেই দলে দলে 'ভোলেবাবা'র টানে হাওড়া স্টেশন থেকে তারকেশ্বরের পথে যাত্রা করলেন পুণ্যার্থীরা।

রবিবার ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে জেলা থেকে আসেন বহু তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা। হাওড়া স্টেশন থেকে একাধিক মিছিল ছিল ধর্মতলামুখী। রবীন্দ্র সেতুর যান নিয়ন্ত্রণ করছিল কর্তব্যরত ট্রাফিক আধিকারিকরা। কিন্তু এত কিছুর মাঝেও শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার বলে সবচেয়ে নজরকাড়া ভিড় ছিল পুণ্যার্থীদের। তারকেশ্বরের পথে এগিয়ে চলেছেন অগুণতি ভক্তরা। রবিবাসরীয় সকালে হাওড়া স্টেশনে নামল ভক্তের ঢল। ভোলেবাবার নাম করে একের পর এক ট্রেনে চেপে রওনা দিলেন গন্তব্যের দিকে। সেখানে গিয়ে শিবের মাথায় জল ঢেলে পুজো দেবেন তাঁরা। গেরুয়া পোশাকে এদিন দেখা মিলল ভক্তদের , সঙ্গে কাঁধে ছিল বাঁক।

তৃণমূলের শহিদ দিবসের দিনে হাওড়া-শিয়ালদা থেকে প্রতি বছরই ধর্মতলামুখী জনস্রোত প্রবাহ হয়। তৃণমূল কংসের তরফে ধর্মতলায় মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয়। জুলাই মাসের শুরু থেকে সমাবেশের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার্তা দেন। তাঁর কথা শুনতেই জেলা থেকে শয়ে শয়ে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা আসেন কতলকাতায়। মিছিল, জনপ্রবাহে একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায় হাওড়া ব্রিজের যান চলাচল।

কিন্তু এবারের দৃশ্যটা ছিল অন্যরকম। প্রায় সকাল ১০টা পর্যন্ত হাওড়া স্টেশন ভরলো না তৃণমূল কর্মীদের ভিড়ে । বরং, তার থেকে বেশি দেখা গেল মহাদেবের ভক্তদের। এমনকী প্রত্যেক বছরের তুলনায় এ বছরে দৃশ্য বদল আসল হাওড়া ব্রিজের উপরেও। সেখানে রাস্তার রেলিংয়ের দু'পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মিছিল। মাঝখান দিয়ে চলছে যানবাহন।

যদিও এই বিষয়ে তৃণমূলের হাওড়া নেতৃত্বের দাবি, 'এক এক জেলা থেকে লোক আসার পর আমরা প্রথমে জেটির মাধ্যমে তাদের ধর্মতলা পৌঁছে দিচ্ছিলাম। পরবর্তী সময়ে ভিড় বেড়ে যাওয়ায় জেটি পরিষেবা বন্ধ করতে হয়েছে। হাওড়া ব্রিজের ওপরেই লাইন করে সকলে এগিয়ে চলে ধর্মতলার উদ্দেশে।' ২০২৪ এর একুশে জুলাই শ্রাবণ মাসের এ হেন চিত্র অতীতে দেখা যায়নি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২২ জুলাই ২০২৪ ৬ শ্রাবণ ১৪৩১ সোমবার

২১শে জুলাই ধর্মতলা মুখর তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা

উপচে পড়া ভিড়ে নজর কাড়ল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

একুশের ডাকে বৃষ্টি উপেক্ষা, ছাতা মাথায় তৃণমূল সুপ্রিমোর বক্তৃতায় মনোযোগ

শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে বাবুঘাটে তর্পন করলেন দক্ষিণ কলকাতার কংগ্রেস কর্মীরা

‘মানব ধর্ম পালন মুখে বললে হয় না, করে দেখাতে হয়’, অভিষেককে খোঁচা অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রবিবার একুশে জুলাইয়ের শহিদ মঞ্চ থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘আমরা যখন ভোটে নির্বাচিত। তখন আমাদের আর কোনও ধর্ম নেই। আমাদের একটাই ধর্ম তা হল মানব ধর্ম।’ পূর্ব ঘোষিত অনুযায়ী এদিন জগদ্দল থানায় গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালনে এসে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে খোঁচা দিয়ে বলেন, ‘মানব ধর্ম পালন মুখে বললে হয় না। মানব ধর্ম পালন করে দেখাতে হয়।’ এদিন অভিষেককে কটাক্ষ করে প্রাক্তন সাংসদ আরও বলেন, ‘ভোট পরবর্তী হিংসায় বহু মানুষ ঘরছাড়া। বহু মানুষের বাড়িতে লুঠপাট চালানো হয়েছে। বহু মানুষকে মিথ্যা মামলায় জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপরেও উনি মানবতার কথা বলছেন।’ রাজ্যের শাসকদলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন সংগঠিত করে লড়াইয়ের বার্তা

দিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ। গণতন্ত্র হত্যা পালন কর্মসূচিতে হাজির হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ‘ধর্মতলা চত্বর পাগলু ডান্সের জায়গা হয়ে গেছে। ২০১১ সালের পর থেকে ওখানে শহিদ দিবস পালনের নামে পাগলু ডান্স চলছে।’ তাঁর আরও দাবি, ‘শহীদ পরিবারগুলো যথার্থ সম্মান থেকে বঞ্চিত। ৩১ বছর বাদেও ভাটপাড়ার শহিদ পরিবার মৃত্যুর শংসাপত্র পাননি।’ রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে তিনি বলেন, ‘রাজ্য জুড়ে প্রতিটি থানায় মন্ত্রীর নামে এফআইআর দায়ের করা হবে।’ পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে এদিন প্রাক্তন সাংসদ বলেন, ‘নো এপিক, নোট ভোটের দাবিতে মহাকরণ অভিযানে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়েছিলেন ১৩ জন কংগ্রেস কর্মী। ঘটনার দিন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, বঙ্গে ক্ষমতায় এলে হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ তাঁর অভিযোগ, ‘তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর হত্যাকারীদের সাজা তো হয়নি। উল্টে যার নির্দেশে সেদিন গুলি চলছিল। সেই মনীশ গুপ্তাকে মন্ত্রী ও রাজ্যসভার সাংসদ করা হয়েছে।’ গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালনে এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, কাউন্সিলর সত্যেন রায়, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে, শ্যামল তলাপাত্র, ওঙ্কর নাথ সাউ প্রমুখ। এদিন বিজেপির তরফে নৈহাটি, ভাটপাড়া ও বীজপুর থানায় গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করা হয়। ভাটপাড়া থানায় হাজির ছিলেন মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী, নৈহাটি থানায় হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিজের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করলেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ২১-এর শহিদ মঞ্চেই যোগ দিতে পারেন তৃণমূলে। এ নিয়ে নানা জল্পনাও ছড়ায়। তবে তার পেছনে কারণও রয়েছে একাধিক। প্রথমত ভোটে বিজেপির টিকিটে জিতলেও তিনি প্রথম থেকে এমন কিছু কথা বলছেন, যা দলের অস্বস্তি বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট। এমনকি, বঙ্গ বিজেপির নেতৃত্ব সম্পর্কেও তিনি নানা কথা বলছেন। সেই সঙ্গেই তিনি মন্ত্রিত্বও দাবি করেছিলেন। কিন্তু দাবি পূরণ হয়নি। তারপর থেকেই তিনি কিছুটা হলেও অভিমানী। আর এই পরিস্থিতিতে জল্পনা ছড়িয়েছিল তাঁকে ঘিরে।

কিন্তু ২১ জুলাইয়ের আগের রাতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের বক্তব্য জানিয়ে দেন সৌমিত্র। বিষ্ণুপুরের সাংসদ ফেসবুকে ভিডিয়ো বার্তায় স্পষ্ট বলেন, ‘সৌমিত্র খাঁ যেখানে আছে, সেখানেই থাকবে। যাঁরা প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছেন, তাঁদের উদ্দেশে বলতে চাই সত্য খবর

পরিবেশন করুন। এটা শুনতে লজ্জা লাগে যে মিডিয়ার কিছু কিছু চ্যানেল, যাঁরা নিজেদের টিআরপি বাড়ানোর জন্যে সৌমিত্র খাঁকে নিয়ে খবর করছেন, এটা খুব খারাপ।’

সৌমিত্রের সংযোজন, ‘আমি ভীষণ ভাবে মিডিয়ার বন্ধুদের সম্মান করি। যাঁদের কথায় এই খবর করা হচ্ছে, বা যাঁরা বলছেন যে সৌমিত্র খাঁ তৃণমূল কংগ্রেসে চলে যাবে, তাঁদের বলি সৌমিত্র খাঁ লড়তে জানে। নরেন্দ্র মোদির প্রতি বিশ্বাস আমার রয়েছে। অমিত শাহজির পারদর্শিতা, হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মতো বড় ভাই, সুনীল বনসলের মতো মানুষকে এখানে পেয়েছি। সেখানে দল ছাড়ার কোনও প্রশ্নই নেই। আমার রাজ্যের সমস্ত নেতৃত্বরা একসঙ্গে আছে। আমার সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদের প্রতি তাই অনুরোধ, প্রোপাগান্ডা ছড়াবেন না। আপনারা আমার সঙ্গে দেখা না করে কথা না বলে এই সব খবর ছড়াবেন না।’

তবে, হঠাৎ কেন ফেসবুক লাইভে এসে এমন কথা বলতে হল সৌমিত্রকে? তার জন্য সৌমিত্রর সাম্প্রতিক একাধিক মন্তব্যকেই দায়ী করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। ওই মহলের মতে, নির্বাচনে জয়লাভ করার পরেই তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গালভরা প্রশংসা শোনা গিয়েছিল সৌমিত্র খাঁর গলায়। একইসঙ্গে নিজের দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও মুখ খুলতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। সেখান থেকে যাবতীয় জল্পনা। তবে, তিনি যে তৃণমূলে যাচ্ছেন না, তা এবার স্পষ্ট করে দিলেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ।

যে কাজগুলো দাদা করেননি সেগুলো তিনি শেষ করবেন, জানালেন মধুপর্ণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এই মুহূর্তের সর্বকনিষ্ঠ বিধায়ক মধুপর্ণাকে বাগদা থেকে জিতিয়ে বিধানসভায় পাঠিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। সেই মধুপর্ণাকেই শহিদ সভার মূল মঞ্চে বক্তব্য রাখার জন্য পাঠায় ঘাসফুল শিবির। তবে তাঁর মুখে তাঁরই পারিবারিক দাদা ওরফে কেন্দ্রীয় বিধায়ক শান্তনু ঠাকুরের নাম। এরপরই কটাক্ষের সুরে বলেন, ‘আমার প্রিয় দাদা শান্তনু ঠাকুরকে বলে দিই, আপনার ডায়বেটিস আছে। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আপনি ঘরে থাকুন। আগামী লোকসভায় আপনার যত স্ট্রেস আছে আমাকে দিয়ে দিন। আপনার জন্য আপনার বোন সারা বাংলা ঘুরবে। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।’

২১শে জুলাই সভা থেকে তিনি বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, ‘নির্বাচনের আগে নারীশক্তি নিয়ে কথা বলে। অথচ গত ৭ এপ্রিল বিজেপির সাংসদ শান্তনু ঠাকুর, আমার দাদা, মাঝরাতে আমার বিধবা মা, আমাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিলেন। সেই জবাব বিজেপি

দেয়নি। আপনাদের ক্ষমতা নেই মমতার সামনে দাঁড়াবেন।’ এখানেই শেষ নয়, নিজের বক্তব্য শেষ করার আগে তিনি আরও বলেন, যে কাজগুলো তাঁর দাদা করেননি সেই কাজগুলো তিনি করে দেবেন। শুধু তাই নয়, দাদার জন্য ‘কষ্ট’ করবেন তিনি।

তবে এদিনের শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে মধুপর্ণাকে মুখে হাসি রেখে স্পষ্ট বলতে শোনা যায়, ‘আপনাদের ঘরের মেয়ে হয়ে এসেছি। এমএলএ হয়ে আসিনি। আপনাদের ভালবাসা ফিরিয়ে দেওয়ার পালা এবার আমার। অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রণাম জানাই। দাদা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রণাম জানাই।’

শহিদ দিবসের দিন বোমাতঙ্কের ঘটনা শিয়ালদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২১ জুলাইয়ের সভার আগেই বোমাতঙ্ক। শিয়ালদা স্টেশনে পরিত্যক্ত ব্যাগ ঘিরে ছড়ায় উত্তেজনা। সূত্রে খবর, রবিবার সকালেই শিয়ালদা স্টেশন থেকে একটি ব্যাগ উদ্ধার হয়। ছড়ায় বোমাতঙ্ক। এরপরই ঘটনাস্থেল পৌঁছায় বোম্ব স্কোয়াড। পরিত্যক্ত ব্যাগটি উদ্ধারও করে তারা।

তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজিত ২১ জুলাই শহিদ দিবস উপলক্ষে মানুষের ঢল নামে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায়। এই মানুষের ঢলে যেমন ছিলেন কলকাতার মানুষ, ঠিক তেমনই ছিলেন বিভিন্ন জেলা থেকে আসা মানুষজনও। যার জেরে সকাল থেকেই ভিড়ে থিকথিক করছিল শিয়ালদা স্টেশন। এরই মাঝে শিয়ালদা স্টেশনে এই পরিত্যক্ত ব্যাগ ঘিরে ছড়ায় বোমাতঙ্ক।

জানা গিয়েছে, এ দিন সকালে শিয়ালদা মেইন লাইনের সামনেই একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখা যায়। দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকা সত্ত্বেও কোনও দাবিদার পাওয়া যায়নি। এরপরই জল্পনা শুরু হয়। তড়িঘড়ি ডাকা হয় বম্ব স্কোয়াডকে।

শেষ খবর অনুযায়ী, বম্ব স্কোয়াড এসে ব্যাগটি উদ্ধার করে। পরীক্ষা করা হয় ব্যাগটি। তবে শেষ পর্যন্ত রহস্যজনক কিছু পাওয়া যায়নি।

শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে বাম জমানার সন্ত্রাসের কথা মনে করালেন ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর বাম সন্ত্রাসের কথা মনে করাতে দেখা গেল কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের পুরো ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। এদিন ফিরহাদ বলেন, ‘একাধিকবার মমতা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে মমতার ওপর বামেদের হামলার কথা সবার মনে আছে।’ একইসঙ্গে ফিরহাদ দলের কর্মীদের স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেন, ‘বিলাসিতা করতে যেন কেউ তৃণমূল না করে।’

এরই রেশ টেনে ফিরহাদ এদিন এও বলেন, ‘সিপিএমের গুন্ডারা হাজরা মোড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। আঘাতটা আর এক সেন্টিমিটার হলে তিনি আজ আমাদের মধ্যে থাকতেন না। গার্ডেনরিচেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল। একজন হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। নন্দীগ্রামেও মমতাকে গুলি করে মারার ষড়যন্ত্র হয়েছে। সিঙ্গুরেও নেত্রীর আক্রমণ হয়েছিল। ২৬ দিন ধর্মতলায় অনশন করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর কিছু সময় সেই অনশন চললে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শারীরিক পরিস্থিতির অনেক অবনতি হত।

তিনি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন।’ রবিবারের শহিদ মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফিরহাদ বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবর লড়াই করছেন। রাজ্যের মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন। দেশের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাধারণ মানুষ, তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা লড়াইয়ে আছেন। তৃণমূল শুধু মিটিং মিছিল করে সিপিএমকে বাংলা থেকে দূর করেনি। অনেক রক্ত, অনেক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বাংলাকে সিপিএম মুক্ত করেছে। তাই এই দল কারও কাছে বিলাসের জিনিস নয়, যাঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁদের জন্য তৃণমূল। মানুষের পাশে থেকে মানুষের সেবা করার কথাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিখিয়েছেন।’

এদিন কোচবিহার-সহ উত্তরবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে সরব হন কোচবিহারের সদ্য নির্বাচিত সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়াকে। তিনি বলেন, ‘বিজেপি শুধু ভোটের সময় এসে বড় বড় কথা বলে, কাজের কাজ করে না। এবারে কোচবিহারের মানুষ তার যোগ্য জবাব দিয়েছেন। আগামীদিনে সারা উত্তরবঙ্গও কোচবিহারের দেখানো পথে হাঁটবে।’

২১-এর শহিদ দিবসে নজর কাড়লেন টুপি বিক্রেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটে সাফল্যের পর তৃণমূলের প্রথম বড় কর্মসূচি হল রবিবার। আর এই কর্মসূচিকে ঘিরে ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের মঞ্চকে ঘিরে উপচে পড়েছিল কর্মী সমর্থকদের ভিড়।

সেই ভিড়ের মাঝেই রবিবারের সমাবেশে বিশেষ নজর কাড়ে নানান রকমের টুপি। যার এক-একটি দাম ছিল পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত। রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্প তুলে ধরা হয় তিন রঙা এই অভিনব টুপিতে। প্রায় তিন থাক টুপিজুড়ে রাজ্যের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী ইত্যাদি প্রকল্পের কথা তুলে ধরা হয়েছে। একইসঙ্গে খোঁচা দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকেও। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ছবিও গাঁথা হয়েছে।

সুভাষগ্রাম, সোনারপুর, বাঁকুড়া থেকে শিল্পীরা এসেছেন তাঁদের এই সব কাজ নিয়ে। অবশ্য সাধারণ টুপিও আছে। দাম ৫০-১০০ টাকার মধ্যে। টুপি বিক্রি নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও সুভাষগ্রামের এক টুপি বিক্রেতা জানান, তিনি তৃণমূল

সমর্থক। তাই এই টুপি তৈরি করেছেন। বিক্রিও হয়েছে ভালই। এরই পাশাপাশি আর এক টুপি বিক্রেতা জানান, ‘আমরা শিল্পী। আমরা সব ধরনের টুপি বানাতে পারি। তবে এই টুপি বানাতে তিন মাস লেগেছে। দিদির অনেক প্রকল্পের কথা এই টুপিতে তুলে ধরেছি। তাই দাম তো হবেই। কিন্তু মানুষের ভালই সাড়া আছে। সবাই আগ্রহ দেখাচ্ছেন। বিক্রিও হচ্ছে ভাল।’

এদিকে এই শহিদ দিবস উপলক্ষে কলকাতায় ভিন জেলা থেকে আসা অনেকেই যান কালীঘাটে পুজো দিতে। শুধু কালীঘাটের মন্দিরে যাওয়াই নয়, এঁদের গন্তব্য ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িও পরিদর্শন করা। আর সেই কারণেই এদিন বিশেষ নিরাপত্তা ছিল মমতার বাড়ি ঘিরে।

তবে প্রতিবছরই একুশে জুলাইয়ের অন্যতম বড় চমক থাকে মেনু। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কর্মী-সমর্থকদের জন্য আয়োজন করা হয় খাওয়াদাওয়ার। প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করেই সমর্থকেরা পৌঁছে গিয়েছিলেন ধর্মতলা চত্বরে। এই কর্মসূচির অন্যতম জনপ্রিয় খাবার ডিম-ভাত। কোনও পরিবর্তন না করে প্রতিবছর একই ভাবে এই মেনুই চলে আসছে। কর্মীদের জন্য প্রস্তুত করা হয় ভাত, ডিম, ডাল, সবজি।

একইসঙ্গে ধর্মতলার মঞ্চে পৌঁছানোর আগে রীতিমতো পিকনিকের মেজাজে দেখা যায় কর্মী সমর্থকদের। সকাল থেকেই কোথাও নজরে আসে লুচি সঙ্গে ঘুগনি বা আলুর দমের ব্যবস্থা তো কোথাও আবার মাংস-ভাতেরও। অর্থাৎ, একুশের শহিদ তর্পণ বদলে যায় ছোটখাটো একটা পিকনিকে। আর হবে নাই বা কেন, লোকসভা নির্বাচনে ল্যান্ড স্লাইড ভিকট্রি পাওয়ার পর এটাই প্রথম মেগা সমাবেশ। আর এবারের একুশের সভায় যে শহিদ তর্পণের পাশাপাশি জয়ের সেলিব্রেশনও হবে তা আগেই জানিয়েছিল তৃণমূল হাইকম্যান্ড।

আর তৃণমূলের ২১ শে জুলাই শহিদ সমাবেশের সঙ্গে বৃষ্টির যোগ প্রথম থেকেই। তৃণমূলের এই মেগা ইভেন্ট প্রায় প্রতিবারই বৃষ্টিতে ভিজেছে। রবিবার ২১শে জুলাইতেও তাঁর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে বৃষ্টি হার মানাতে পারেনি মানুষের জনজোয়ার।

একুশের ভিড় দক্ষ হাতে সামলাল রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: একুশের সমাবেশে যোগ দিতে গোটা রাজ্য ছিল ধর্মতলামুখি। শহরতলি থেকে ভিন জেলার মানুষের সবথেকে সহজ মাধ্যম কলকাতায় পা রাখার জন্য রেল। ফলে রবিবার ভোর থেকে উপচে পড়া ভিড় নজরে এসেছে লোকাল ট্রেনে। সকলের গন্তব্য ধর্মতলার শহিদ মঞ্চ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমানুপাতে বাড়ে মানুষের কলকাতায় আসার সংখ্যা। আর এই চাপ এতটাই বেড়ে যায় যে, বাঁশ দিয়ে বানানো ব্যারিকেড ভেঙে পড়ে হাওড়া স্টেশন চত্বরে। স্টেশনের দায়িত্বে থাকা স্থানীয় বিধায়ক গৌতম চৌধুরী জানান, লোকসভা ভোটে দলের সাফল্য ও সম্প্রতি উপনির্বাচনে ফলাফলে কর্মীরা উৎসাহী। ভিড় বাড়বে জানাই ছিল। রেল পুলিশের পরিসংখ্যানে সকাল নয়টার মধ্যে ৫৫ হাজারের বেশি মানুষ হাওড়া স্টেশন দিয়ে ধর্মতলামুখি হয়েছেন। একইভাবে শিয়ালদা স্টেশন দিয়েও লক্ষ মানুষ বিআর সিংয়ের সামনের রাস্তা দিয়ে ধর্মতলার দিকে গিয়েছেন।

তবে ২১ জুলাই শহিদ দিবস উপলক্ষে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে মানুষজন আসতে শুরু করেছে শনিবার থেকেই। তাদের থাকার জন্য অস্থায়ী শিবির ও সেখানে নিয়ে যেতে বাসের ব্যবস্থা ছিল। হাওড়া, শিয়ালদা দুই স্টেশনের দায়িত্বে ছিলেন জেলার একাধিক ভারপ্রাপ্ত নেতৃত্ব। তারাই বাস ও পায়ে হেঁটে মানুষজনকে যাওয়ার সহযোগিতা করে চলেছেন। রেলও ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে সব ব্যবস্থা করেছে। আধিকারিকরা কন্ট্রোলে বসে তদারকি করছেন, ফলে একেবারে সময়ে চলেছে ট্রেন।

এদিকে রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বড় কোনও অনুষ্ঠায় থাকলে জনসমাগম হয়, এজন্য পরিষেবার যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয় রেলকে। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয় সেই দিকে নজর রাখতে বিশেষ নজর ছিল স্বেচ্ছাসেবক থেকে রেল পুলিশের। ভিড়ের চাপে দলীয় কর্মীরা যাতে দূর পাল্লার ট্রেনগুলির রিজার্ভ কামরাতে না চড়েন সেদিকে লক্ষ্য রেখে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে আগাম ঘোষণা শুরু করেছে রেল। স্টেশন পরিচ্ছন্ন রাখা, জল ও শৌচালয় যাতে ঠিক থাকে সে ব্যাপারেও নজরদারি চলে।

সম্পাদকীয়

বহু জায়গাতেই অবৈধ নির্মাণ ও জবরখল মানুষের স্বার্থেই দূর করা দরকার

অবৈধ নির্মাণ ও জবরদখল নিয়ে প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয়দের প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক উষ্মা ও সতর্কবার্তা গোটা রাজ্যের জন্যই প্রাসঙ্গিক। কলকাতা বা হাওড়ার যে সব অঞ্চল নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বাস্তবে সেগুলি ছাড়া আরও বহু জায়গাই এই অরাজকতায় আক্রান্ত। বড় বড় অবৈধ নির্মাণ বা জবরদখলগুলি সহজেই চোখে পড়লেও ছোট ছোট অনিয়মগুলিও কিছু কম নয়। এই প্রসঙ্গে ই এম বাইপাস সংলগ্ন অজয়নগর-মুকুন্দপুর অঞ্চলের কিছু জায়গার উল্লেখ করা দরকার। মুকুন্দপুর এখন একটি উচ্চমানের চিকিৎসা হাব। অনেকগুলি নামী হাসপাতাল রয়েছে এখানে। বাইপাস থেকে একটি নামকরা সুপারস্পেশ্যালিটি হাসপাতাল পর্যন্ত প্রায় চার-পাঁচশো মিটার রাস্তার দু'দিকের ফুটপাতের পুরোটাতেই ওই বেসরকারি হাসপাতালটি তাদের বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং দিয়ে ঘিরে রেখেছে। এক দিকের ঘিরে রাখা ফুটপাত জুড়ে লাগানো হয়েছে বিভিন্ন চারাগাছ, ফলে সেখানে ওঠার কোনও উপায় নেই। আর অন্য দিকের ঘেরা ফুটপাত লাগোয়া রাস্তার উপর একটা লেনের পুরোটাই হয়ে উঠেছে গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা। অবশিষ্ট রাস্তাটুকুর মাঝখান দিয়েই চলেছে দু'দিকের গাড়ি আর তার মাঝেই প্রাণ হাতে করে চলতে হয় পথচারীদের, যাঁদের মধ্যে বহু অসুস্থ ও বয়স্ক মানুষও রয়েছেন। সত্যজিৎ রায় মেট্রো স্টেশনের কাছে মেট্রোপলিস মল থেকে বাঘাযতীন লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত যেখানে আগে চায়ের দোকান, খাওয়ার দোকানে ভরা ছিল, সেখানে এখন হারানো ফুটপাত কিছুটা হলেও খুঁজে পেয়েছেন মানুষ। তবে আবার এখানে সামনের দিকে পসরা বসছে দেখে আশঙ্কা হয়, এই সুখ হয়তো ক্ষণস্থায়ী। আবার কোথাও কোথাও ফুটপাত জুড়ে গড়ে উঠেছে বা উঠছে বেশ কিছু মন্দিরও। তা ছাড়া, মেট্রোপলিস মল থেকে অজয়নগর পর্যন্ত বাইপাসের সার্ভিস লেন সামান্য বৃষ্টিতেই অনেক জায়গায় ডুবে যায়। সেখানে চলাচলের জন্য ফুটপাতই ভরসা। প্রথমে জলনিকাশির নয়ানজুলি বন্ধ করে হল দোকানপাট, তার পর এখন সেখানেই তৈরি হয়েছে ফুটপাত। নগরায়নে সরকারি পরিকল্পনার উদাসীনতা ও ভ্রান্তিই শহরবাসীর দুঃখের কারণ হয়ে উঠেছে। আশা রাখা যায়, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বেগ প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় পুর-প্রতিনিধিরা এই বিষয়ে তাঁদের নিজেদের কর্তব্য পালন করবেন।

শব্দবাণ-২

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. হাতের পটুতা ৪. মাতুল ৫. গাড়ির চাকার বাইরের শক্ত রবারের আবরণ ৭. কুঠার ৯. ভয়ংকর, নিদারুণ ১১. যে কক্ষে বরকন্যা বিবাহরাত্রি যাপন করে।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ছিন্নহস্ত ২. জন্তুসমূহ, পশুর দল ৩. বড় পাকাবাড়ি ৬. প্রতাপ, প্রতিপত্তি ৮. লোকজন ১০. বল, শক্তি।

সমাধান: শব্দবাণ-১

পাশাপাশি: ১. চিত্রজগৎ ৩. আঁকশি ৫. তনখা ৭. নরম ৮. রদন ১০. জলহাওয়া।

উপর-নীচ: ১. চিবুক ২. গনতকার ৩. আঁকন ৪. শিশমহল ৬. খাদন ৯. দরিয়া।

স্যার আমাদের বাঁচার আর্টটিও নিজের জীবন দিয়ে শিখিয়ে গিয়েছেন !

স্বপনকুমার মণ্ডল

গুরু প্রণাম

সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুশোকে অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রণামের লোকের অবশেষও না-থাকার কথা অসাধারণভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। সত্যি, প্রণম্য ব্যক্তির বিরল প্রকৃতি অত্যন্ত সবুজ ও সজীব। বর্ষার সরবতায় তার চলন নয়, শরতের শিশিরের মতোই সে নীরবতায় মিলিয়ে যায়। অথচ সেই মিলন প্রক্রিয়ার কথাও আমাদের স্যার রামপদ বিশ্বাস কত সহজে তুলেধরেছিলেন ক্লাসে। মালদার বামনগোলা ব্লকের মহেশপুর হাই স্কুল ছেড়ে ১৯৮৮-তে গাজোলের বাদনাগরা হাই স্কুলে ক্লাস এইটে ভর্তি হয়েছিলাম। সেখানে রামবাবুকে পেলাম বাংলার স্যার হিসেবে। তাঁর কাছেই বাংলা শেখার প্রথম পাঠ আমার। এতদিন বাংলা ছিল পড়া আর শোনার বিষয়। তাঁর কাছে পেলাম লেখার শিক্ষা। আসলে ছাত্রছাত্রীরা মাতৃভাষার সহজতায় বাংলা ভাষার গঠন নিয়ে সেভাবে ভাবিত না হওয়ায় তার ভাবকে ভাষায় রূপ দিতে গিয়ে প্রায়শই বার্থ হয়ে পড়ে। আর সেখানেই শিক্ষার্থীর নীরবতায় শিক্ষকের সরব প্রকৃতি সবুজ হয়ে ওঠে। বিষয়টি সম্পর্কে স্যার প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন । এজন্য তিনি ক্লাস নাইনে গিয়ে কী করে বাংলা বাক্য গঠন করে মনের ভাব প্রকাশ করতে হয়, তা আমাদের শেখাতেন। ভাবের বাহক হিসাবে ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি আমাদের বারবার স্মরণ করাতেন। অযথা বড় বড় বাক্যে নয়, প্রয়োজনে ছোট ছোট বাক্যে মনের ভাব প্রকাশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন তিনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা অনেক জানা সত্ত্বেও তা ভাষায় তুলেধরতে ব্যর্থ হয়ে থাকে, স্যার গোড়াতেই সেবিষয়ে নিজে লিখে বারবার সচেতন করে তুলতেন।

আমাদের ভাষা না শিখে সাহিত্যানুশীলন যে সফল হতে পারে না, সেই ব্যর্থতার ভিতেই তিনি আমাদের সাফল্যের সোপান তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এজন্য তাঁর উদাহরণের মাধ্যমে কোনো দুর্বোধ্য বিষয়কে সহজবোধ্য করার প্রয়াস ছিল আমাদের কাছে বাড়তি প্রাপ্তি । পুকুরে একটি ঢিল ছুঁড়লে সেই ঢিলের আঘাতে উদ্ভুত ঢেউ কীভাবে ক্রমশ প্রসারিত হতে গিয়ে নিস্তেজ হয়ে হারিয়ে যায়, তার মধ্যে শিক্ষার পরিসরকে মেলেধরেছিলেন একদিন। শিক্ষায় স্বল্পতার গর্জনই সময়ান্তরে পরিণতিতে নৈঃশব্দতা বয়ে আনে। জীবনের ক্ষেত্রে তা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। জীবনের বিস্তারের সরব পথটি সময়ান্তরে নীরবতার সোপানে অনন্তে বিলীন হয়ে যায়। রামবাবুও প্রকৃতির নিয়মেই সাতাত্তর বছর বয়সে (১৯৪০-২০১৭) ২০ ডিসেম্বর (২০১৭) দেহত্যাগ করে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গিয়েছেন। অবশ্য জীবনের সফলতা বিলীনতায় নয়, মনে আর মানে বাঁচার সার্থকতায় তা ক্রমশ উৎকর্ষমুখর। স্যার আজীবন মনে আর মানে বাঁচতে চেয়েছিলেন । জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই ব্রতেই তিনি ছিলেন অবিচল। আমাদের অপিনিহিতি আর অভিশ্রুতি বোঝাতে গিয়ে বাঙ্গাল ভাষায় বলতেন, 'দেইখ্যা শুইন্যা চাইখ্যা খাইও, যত চায় রসনা'। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ও শব্দময় জগতের আস্বাদনে তিনি অত্যন্ত সাবলীল ছিলেন। শুধু তাই নয়, ছাত্রছাত্রীরাও যাতে পৃথিবীকে উপভোগ করতে পারে, সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি নানাভাবে উঠে আসত। ব্যক্তিগত জীবনে যৌবনের রঙকে কখনও ফিকে হতে দেননি। বৃদ্ধত্বের জরা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি । বুকে পেসমেকার বসিয়েও তিনি স্বচ্ছন্দে বুক বাজিয়ে চলতে পারতেন। বোম্বাইবাসী মেয়েকে ফোনে অনায়াসেই রামবাবু বলে দিতে পারতেন, 'এত ফোন করার কী আছে, তুই ওখান থেকে কি কিছু করতে পারবি, অত চিন্তার কোনো কারণ নেই, ফোন রাখ।'

আসলে রামবাবু দারিদ্রের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বড় হওয়ায় তাঁর জীবনবোধ বাস্তবের প্রস্তর আকীর্ণ দুর্গম পথেই গড়ে উঠেছিল। জীবন-সংগ্রামের বিরূপ অভিজ্ঞতাই তাঁকে বাস্তবমুখী করে তুলেছিল। ছিন্নমূল জীবনে তিনি একক প্রয়াসে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন বলে তাঁর স্বাধীনচেতা প্রকৃতি যেমন সর্বদা সবুজ হয়ে ছিল, তেমনই তাঁকে অতৃপ্তিবোধে বিকারের রোগী হতে হয়নি। দুটি ছেলে কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। অথচ রামবাবু আজীবন তাঁর বলরামপুরের স্বধাম ছেড়ে শহরে কোনো ছেলের আশ্রয় চলে যাননি। অন্যদিকে রাজনীতির প্রাঙ্গণেও তিনি ছিলেন আদর্শে অবিচল। 'বহুজন সমাজ পার্টি'র সঙ্গে বিজড়িত হলেও তিনি কোনোদিন কোনো ছাত্রকে এজন্য কিছুমাত্র বলেননি, বা প্রভাবিত করার চেষ্টাও করেননি। তাছাড়া শাসক দলে বা শক্তিশালী বিরোধী দলে সামিল হওয়ার সুবিধাবাদী রাজনীতিকে কোনোদিনই আমল দেননি তিনি। সর্বত্র তাঁর সংশপ্তক প্রকৃতি সজীব ছিল। তাঁর জীবন ছিল শিক্ষকতাময় । জন্মেছিলেন অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার বালিয়াকান্দি থানার শশাপুরের এক দরিদ্র পরিবারে। ১৯৬১-তে নদীয়ার বেথুয়াডহরী জে.সি.এস উচ্চবিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর ১৯৬৫-তে কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে বি.এ পাশ করে শিক্ষাক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করলেও তাঁর শিক্ষানবিশি থেমে থাকেনি। প্রতিকূল আবহের মধ্যেও স্যার ১৯৭১-এ বি টি ও ১৯৮১-তে প্রাইভেটে বাংলায় এম এ পাশ করেন। বাদনাগরা হাই স্কুলে প্রায় প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে প্রায় চার দশক (১৯৬৮-২০০৫) শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর স্বাধিকারবোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর। একসময় সাহিত্যচর্চাতেও সক্রিয় হয়েছিলেন। অথচ তা যে তাঁর স্বক্ষেত্র ছিল না, তাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এজন্য কালবিলম্ব না করে তাতে ইতি টেনেছিলেন। জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে তাঁর পুরনো পাণ্ডুলিপি থেকে একটি উপন্যাস 'এবং কালক্রমে' নামে ২০০৮-এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়। তাঁর নির্দেশে আমাকেই তার ভূমিকা লিখতে হয়েছে। অন্যদিকে নিজে লিখতে না-পারা বইয়ের জন্য আমাকে আম্বেদকর রচনাবলির পুরো একটি সেট উপহার দিয়ে আম্বেদকরের একটি জীবনী লেখার নির্দেশ দিয়েছেন।

সমাজের প্রান্তিক মানুষের প্রতি তাঁর দরদি মনের পরিচয় আমি নানা ভাবে লাভ করেছি। বাদনাগরা হাই স্কুলটি তফশিলী উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে করে স্যারের বাড়ি গেলে স্যারের দৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টিতে সম্প্রসারিত হয়ে আমাদের অন্ত্রে গিয়ে পৌঁছাতো । আমাদের না খেয়ে আসতে দিতেন না। কথা বলতেন। গ্রামের আকাঁড়া ছেলেমেয়েদের প্রতি তাঁর যেমন ছিল দরদি হৃদয়, তেমনই ছিল শিক্ষাশোভন আন্তরিক মন ও মনন। এমনকি, কার সামনে কীভাবে কথা বলতে হয়, তাও তিনি সযত্নে শিখিয়ে দিতেন। জাতি-বর্ণ-ধর্ম নিয়ে কোনোরকম উচ্চবাচ্য নেই তাঁর শিক্ষাপ্রদানে। স্যারের বাড়ির নাম 'লালন নিবাস' দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। লালন ফকিরের মতো অসাম্প্রদায়িকতার তীব্র আবেদনক্ষন চরিত্র তো তাঁর আদর্শকেই প্রতিফলিত করে। অবশ্য পরে জেনেছি স্যারের পিতার নামেই নামকরণ। সেদিক থেকে সর্বার্থেই তিনি লালনের উত্তরসূরি ছিলেন। অন্যদিকে স্যার সবকিছু শূন্য করে চলে গিয়েছেন ঠিকই, আবার নিয়ে গেলেন আমার প্রণামের স্পর্শসুখও। করজোড়ে যে সে-সুখ মেলে না! পরোক্ষে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় কি সেকথাই স্মরণ করিয়ে দেননি ?

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-ধরূপ বিশ্ববিদ্যালয়

নির্বাচন থেকে উপনির্বাচন — বিজেপির সমাপতন

সুবল সরদার

নির্বাচন আসে। নির্বাচন হয়। জনগণকে গণতন্ত্রের যুব কাষ্ঠে বলিদান দিতে হয়। গণতন্ত্র , সেক্যুলার কী সব শব্দ এসেছে! জনগণ বোঝে না। ভোট দেয়,মার খায়। নিবার্চন একা আসে না। নিবার্চন থেকে উপনির্বাচন সর্বদা সঙ্গে নিয়ে আসে সন্ত্রাস। গণতন্ত্র- সন্ত্রাস পাশাপাশি হাঁটে। গণতন্ত্র থাকবে সন্ত্রাস থাকবে না তাই কোন দিন হয় ? সন্ত্রাস মুক্ত নির্বাচন উপহার দেবে এমন ইশতেহার কোন দলের দেখি না। আমি খুব করে স্বপ্ন দেখি রক্তপাতহীন নির্বাচনের যেখানে কোন সন্ত্রাস থাকবে না!

এই সন্ত্রাস দু'ভাবে আসে। নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনের পরে। নির্বাচনের আগে নিবার্চনী পটভূমিকা রচনা করে সন্ত্রাস, খুন, জখম, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ লুটপাট দিয়ে আর নিবার্চনের পরে আরো বড় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে এই সন্ত্রাস। সন্ত্রাসের আগের সব মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, নতুন সন্ত্রাসের সংজ্ঞা তৈরি করে। এখন চারদিকে শুধু গণপিটুনি। মনে হচ্ছে ন্যায় সংহিতার ন্যায় দন্ডকে মাস্তান বাহিনীরা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। আগে সুনির্দিষ্ট ভাবে গণপিটুনির শাস্তিদানের কোন আইনের ধারা ছিল না। পয়লা জুলাই থেকে ন্যায় সংহিতার নতুন আইনের ধারা ১০৩ এবং উপধারা ২ আসে যার সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন অথবা মৃত্যু দন্ড। আইন তো আইনের বইয়ে আছে কিন্তু মানে কে? নেতা নেত্রীরা ঠান্ডা ঘরে বসে উত্তপ্ত ভাষণ দিয়ে যাচ্ছেন, জনগণকে তাতিয়ে দিচ্ছেন। নির্বাচন জেতার জন্য জনগণকে বিপথগামী করে তুলেছেন। তারা লাঠি-ছোটা থেকে বন্দুক পিস্তল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কত মস্তান দেখছি, কত মারণাস্ত্র দেখছি, কত ক্ষমতার দাপট দেখছি, কত রক্ত দেখছি নির্বাচনের আগে এবং পরে!

এ রাজ্যে মূলতঃ তৃণমূল-বিজেপি লড়াই হয়। নলখাগড়ার মতো জনগণের প্রাণ যায়। কংগ্রেস -সিপিএম আছে তবে নিছক গণতন্ত্রের অঙ্গ হিসেবে আছে। ২৪ এর নির্বাচন দেখলাম। তার চল্লিশ দিন পর উপনির্বাচন দেখেছি। বিজেপি জিততেই চায় না। অন্যদিকে তৃণমূল জিততে মরিয়া। তাদের আগ্রাসী মনোভাব দেখে মনে হয় তারা সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূলের চারে চার, বিপক্ষ বিজেপির শুধু হার। এই উপনির্বাচন বিজেপির কফিনে শেষ পেরেক গেঁথে দিয়েছে। বিজেপি কর্মীদের কী হতাশা! কিন্তু বিজেপি নেতা নেত্রীদের কোন দুঃখ আছে বলে মনে হয় না। তারা কখনো জনগণকে চায় না। তাই জনগণও একের পর এক নির্বাচনে তাদেরকে প্রত্যাখান করে। এই উপনির্বাচনে মানিকতলা বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবে থেকে ভট্টাচার্য হয়েছেন। তাতেও তিনি রক্ষা পেলেন কই। তৃণমূলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষকে নির্বাচনে জেতার জন্যে কাতর ভাবে সাহায্যের প্রার্থনা করেন যা ফেসবুকে ভাইরাল হয়। হারার জন্যে এমন আত্মঘাতী প্রার্থনা! নিজে হেরে গেলেন, বিজেপির মুখ পুড়িয়ে দিলেন। এরকম একদল বিজেপির ভাড়াটে সৈনিকদের নাম বলা যায় — মুকুল রায়, জয়প্রকাশ মজুমদার, বাবুল সুপ্রিয়, কৃষ্ণ কল্যাণী, মুকুট মণি অধিকারী, সৌমিত্র খাঁ, শান্তনু ঠাকুর আরো অনেকে আছেন। কিছুদিন আগে সৌমিত্র খাঁ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হন নি বলে কান্নাকাটি করছিলেন। তাঁরা কখন কোন দলে থাকেন বোঝা যায় না। যখন তাঁরা খেলোয়াড়দের মতো দলের জার্সি গায়ে দিয়ে মাঠে নামেন তখন বোঝা যায়। ভাড়াটে সৈনিকদের মতো নিবার্চনে হার-জিৎ তাঁদের মনে কোনও দুঃখ দেয় না। তাঁরা সর্বদা বৈভবে, ক্ষমতার বৃত্তে সুবিধাগত অবস্থানে থাকেন। নিবার্চন দেখলাম, এখন উপনির্বাচন দেখছি। পর্দার আড়ালে নেতা নেত্রীদের সুবিধাগত অবস্থান নেবার জন্যে কেমন করে দরকষাকষি হয় দেখা যায়। বিজেপির এখন কী করুন দশা! অবশ্য নিবার্চন এলে বিজেপি সিএএর কাঁটা নিয়ে আসে। ভোট সুস্পষ্ট ভাবে বিভাজন হয়ে যায়। গত নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে অধীর চৌধুরীর পরাজয়, ইরফান পাঠানের জয়, কার্তিক মহারাজাকে নিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভাজন আরো সুস্পষ্ট করে তোলে। এখানে বলে রাখা ভালো ইরফান পাঠান যদি পাকিস্তানের নাগরিক হতেন তবুও তিনি জয়ী হতেন কারণ আমাদের নিবার্চন আছে, অন্যদের ধর্ম আছে।

এমন পরিস্থিতিতে বিজেপি কখনো এ রাজ্যে তৃণমূলকে হারিয়ে ক্ষমতায় আসতে পারে না। পারে তখনই যদি কখনো মহাভারতের মতো তৃণমূলের মধ্যে মূষল পর্ব শুরু হয়, অর্ন্তদ্বন্দ্বে যদি নিজেরাই কখনো শেষ হয়।

এখানে নির্বাচন মানে স্বপ্ন নয়, উন্নয়ন নয়। নির্বাচন মানে দুঃস্বপ্ন, অবনয়ন। নির্বাচন নিয়ে আসে জনগণের কাছে দুঃখ আর হতাশার থলি। সঙ্গে নিয়ে আসে সন্ত্রাসের নৈরাজ্য, আকাশ ছোঁয়া দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি। বিদ্যুতের মাশুল, রান্নার গ্যাস, পেট্রোল- ডিজেল' থেকে মোবাইলের রিচার্জ সব প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। আদা- রসুন- আলু- পিঁয়াজ- বেগুন- পটল সবজি কেনাকাটা করা দায় হয়ে গেছে। কর্মনাশা, বেকারত্বের এমন সর্বনেশে রাজ্যে জনগণ এখন দিশেহারা, সর্বহারা।

গণতন্ত্রের নামে এ প্রহসন জনগণ আর কতদিন সহ্য করবে। নিবার্চন মানে শুধু ক্ষমতা, নিবার্চন মানে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, নিবার্চন মানে বেকারত্ব, নির্বাচন মানে মিথ্যা কথার প্রতিশ্রুতি, নিবার্চন মানে একরাশ হতাশা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আনন্দকথা

প্রথম পরিচ্ছেদ
বিদ্যাসাগর বাটী

আজ শনিবার, (২১শে) শ্রাবণের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথিথ, ৫ই আগস্ট, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। বেলা ৪টা বাজিবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতার রাজপথ দিয়া ঠিকা, গাড়ি করিয়া বাদুড়বাগানের দিকে আসিতেছেন। সঙ্গে ভবনাথ, হাজরা ও মাস্টার। বিদ্যাসাগরের বাড়ি যাইবেন।

ঠাকুরের জন্মভূমি, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কামরপুকুর গ্রাম। এই গ্রামটি বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ নামক গ্রামের নিকটবর্তী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকাল হইত বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা শুনিয়া আসিতেছেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে থাকিতে থাকিতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দয়ার কথা প্রায় শুনিয়া থাকেন। মাস্টার বিদ্যাসাগরকে স্কুলে অধ্যাপনা করেন শুনিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

শক্তিগড়ের ল্যাংচা দোকানে অভিযান, গুণগতমান নিয়ে উঠল প্রশ্ন

খাদ্য সুরক্ষা আইনের অধীনে অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শক্তিগড়ে জাতীয় সড়কের দুই ধারে রয়েছে বেশ কিছু ল্যাংচা দোকান। নিত্যদিন সেখান থেকে হাজার হাজার মানুষ ল্যাংচা খান। অনেকে আবার বাড়ির জন্যেও নিয়ে যান। এরই মধ্যে পর পর দুই বার ল্যাংচা হাবে অভিযান চলায়। আগামী দিনে মানুষ শক্তিগড়ের ল্যাংচা খাবেন কিনা সেই নিয়েই চিন্তায় পড়েছেন ল্যাংচা ব্যবসায়ীরা। গত কয়েকদিন আগে খাবারের গুণমান নিয়ে অভিযোগ পেয়ে ল্যাংচা হাবে অভিযান চালানো হয়। শনিবার ফের অভিযান চলে ল্যাংচা হাবে। পূর্ব বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে শক্তিগড়ের ল্যাংচা হাবে অভিযানে গিয়ে তিন কুইন্টাল আগে থেকে তৈরি ল্যাংচা বাতিল করল প্রশাসন। কয়েকজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপরে খাদ্য সুরক্ষা আইনে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছেন বলে জানান জেলা উপ স্বাস্থ্য আধিকারিক সুবর্ণ গোস্বামী।

শনিবার অভিযানে গিয়ে দোকানগুলিতে হানা দেওয়ার পাশাপাশি যেখানে ল্যাংচা তৈরি করে রাখা হয় সেসব গুদামে হানা দেন আধিকারিকরা। অভিযানে ছিলেন জেলা স্বাস্থ্যদপ্তর, খাদ্য বিভাগ, ক্রেতা সুরক্ষা বিভাগ এবং পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

জাতীয় সড়কের পাশের এই ল্যাংচা হাব অত্যন্ত বিখ্যাত। যাতায়াতের পথে এখান থেকে ল্যাংচা কেনেন অসংখ্য মানুষ। কার্যত লক্ষ লক্ষ টাকার বেচাকেনা হয় এখানে। একুশে জুলাইয়ের দিন এখানে হাজারে হাজারে মানুষ ল্যাংচা কিনতে আসেন। আর সেইসব ল্যাংচার মান নিয়ে অনেক প্রশ্ন এমনকি জনশ্রুতি রয়েছে। গত বৃহস্পতিবারের ও শনিবার অভিযানে নামে প্রশাসন। অভিযানে নেমে প্রশাসনের প্রতিনিধিদের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। অভিযানে গিয়ে পূর্ব বর্ধমানের

উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা সুবর্ণ গোস্বামী (ডেপুটি সিএমওএইচ) জানিয়েছেন, চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ল্যাংচা তৈরি হয় সেখানে। ১৫ দিনের বা তারও আগে থেকে বস্তা বস্তা ল্যাংচা আগে থেকে ভেজে রাখা হয়েছিল। সেগুলোর প্রত্যেকটিতেই ছত্রাকে ভর্তি। সেগুলি ভাঙলে স্পষ্ট হচ্ছে ছত্রাকের উপস্থিতি। বেশ কয়েক কুইন্টাল ল্যাংচা বাজেয়াপ্ত করা হয়। খাবার অযোগ্য সমস্ত ল্যাংচা নষ্ট করে দেওয়া হয়। তিনি জানান, এগুলো খেলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি অবধারিত। এমনকী নানা রকম পেটের রোগে আক্রান্ত হবার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যবিধির কোনো খেয়াল রাখা হয়নি। দু একটি দোকান ছাড়া বেশিরভাগ কারখানায় ঝুলকালির মধ্যে রান্না চলেছে। তিনি জানান, যারা ক্রেতা আসবেন তাদের বেশিরভাগ যেহেতু অভিযোগ জানাতে আসবেন না তাই যা খুশি তাই করা হচ্ছে। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে এই বিপজ্জনক প্রবণতা তারা কড়া হাতে রুখবেন। যথাবিহিত আইন মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা মৌরসীপাট্টা ক্ষুণ্ণ হতে দেখে ক্ষুব্ধ দোকানদাররা।

ব্যবসায়ী প্রভাত ঝা, বাসেদ মণ্ডল, বিশ্বজিৎ দাসরা জানান, এত ল্যাংচা প্রতিদিন ভাজা সম্ভব নয়। বিশেষদিন গুলিতে ব্যাপক চাহিদা থাকে। তাই আগেরদিন বানিয়ে রাখা হয়। কারো কারো আষাঢ়ে যুক্তি, ল্যাংচা বা সীতাভোগ টাটকা দেওয়া সম্ভব নয়। এছাড়াও তাদের দাবি প্রশাসন কারো কারো কথায় তাদের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে ওয়ারেন্ট ছাড়া। তারা সংগঠনের তরফে আইনের আশ্রয় নেবেন। এই অভিযান যেমন বিখ্যাত ল্যাংচা বাজারের ঢেকে রাখা ওপেন সিক্রেট বেআব্রু করে দিয়েছে অন্যদিকে জনস্বাস্থ্য ব্যাপারটি কতটা অবহেলিত তাও বোঝান। ঝকঝকে বোর্ডে নানা নামে নামাঙ্কিত দোকানগুলোর সাজগোজের আড়ালে কতখানি অন্ধকার লুকিয়ে আছে তাও জনসমক্ষে চলে এল।

প্রশাসনের তরফে খাবার আগে শক্তিগড়ের ল্যাংচার গুণমান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিতে জনসাধারণের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে।

হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে দিয়ে ভারতে ফিরলেন পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরছে বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে পড়তে যাওয়া পড়ুয়ারা। রবিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে দিয়ে ভারতে ফিরলেন প্রায় ৩০০ জনির বেশি ছাত্র-ছাত্রীরা। যার মধ্যে এদেশের ছাত্রছাত্রীদেব পাশাপাশি কিছু নেপালের ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ পড়তে যাওয়া সৃজা মাইতি নামে এক পড়ুয়া জানান, ‘হস্টেলের মধ্যেই ছিলাম। খুব ভয় লাগছিল। আজ নিরাপত্তার ঘেরাটোপের মধ্যে দিয়েই আমাদের দেশে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এখন খুব ভালো লাগছে।’

এ বিষয়ে বালুরঘাট সদর মহকুমা শাসক সুব্রত কুমার বর্মন বলেন, প্রায় ৩২৩ জন পড়ুয়া হিলি বর্ডার দিয়ে ভারতে এসে পৌঁছেছে। এর মধ্যে অনেকেই তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গিয়েছে। গড়ে প্রায় ৪০ জনের মতো রয়েছেন, যাদের মধ্যে কিছু পড়ুয়া নেপালে, কিছু আসামে এবং কিছু শিলিগুড়িতে যাবেন। আমরা সকলের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। প্রশাসনের তরফ থেকে যে সমস্ত সহযোগিতা করা প্রয়োজন, আমরা তার সবটাই করছি।’

এসবিআই রসপুঞ্জ ব্রাঞ্চ (০৮৩৭৫),
গ্রাম এবং পোস্ট - রসপুঞ্জ, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১০৪, মো-৯৬৭৪৭১৩১৭৪
ইমেল - sbi.08375@sbi.co.in

স্বর্ণ অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কয়েকজন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ **এসবিআই রসপুঞ্জ ব্রাঞ্চ** থেকে স্বর্ণ অলংকার বন্ধক রেখে স্বর্ণ ঋণ গ্রহণ করেছিলেন এবং নির্দিষ্ট শিডিউল অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রেরিত নোটিশ/নোটিশগুলির কোনও উত্তর দেননি এবং প্রেরিত নোটিশ অবন্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে, এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিলামের পূর্ব দিন **বিকেল ৪টার** মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায় না হলে নিম্নোক্ত তারিখে এবং সময়ে শাখা প্রেমিসেস/গোল্ড হাবে পরবর্তীতে কোনও নোটিশ ব্যতীতই সাধারণ নিলাম করা হবে দায়বদ্ধ অলংকারসমূহ। সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পাদনের যাবতীয় ব্যয় ঋণগ্রহীতাদেরই বহন করতে হবে। ব্যাঙ্ক যেকোনও সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার এবং নিলাম চলাকালীন স্থগিত করার অধিকার রাখে। সফল ডাকদাতা নিলামের সমুদয় পরিমাণ আদায় দিয়ে অলংকার অধিকার করতে পারেন।

ক্রম নং	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবতি সময়	ঋণগ্রহীতার নাম এ/সি নং স্বর্ণ অলঙ্কারের মোট ওজন (গ্রাম)	দফার সংখ্যা
১.	২৯.৭.২০২৪	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	**লক্ষ্মীকান্ত নস্কর** এ/সি নং ৪০৯৮০৪৬৮৪২৯ মোট ওজন ৩৮.০০০	১টি চেন, ২টি বাঙ্গল
২.	২৯.৭.২০২৪	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	**লক্ষ্মীকান্ত নস্কর** এ/সি নং ৪১০০৫৬৮৫১০৯ মোট ওজন ৪২.২০০	১টি চেন, ২টি বালা
৩.	২৯.৭.২০২৪	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	**শ্রী পথিকৃত ঘোষ** এ/সি নং ৪১০১৯১৮২১৮৮ মোট ওজন ১০৫.০০০	২টি বালা ৪টি চেন

তারিখ : ২২.০৭.২০২৪
স্থান : রসপুঞ্জ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ই-নিলাম
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে বিক্রয়
দীপরাজ বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৩৫/২এ, এ জে সি বোস রোড, ৪র্থ তল
রুম নং : ৩এন১, কলকাতা, পব, ৭০০০২০, ভারত
(CIN: U51109WB1994PTC062352) **লিকুইডেটর : শ্রী উত্তম টেকরিওয়াল**

নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৯.০৮.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
(প্রতিটির জন্য ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)

এতদ্বারা মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল, কলকাতা কর্তৃক উল্লেখ্য নির্দেশ ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ অনুযায়ী নিযুক্ত লিকুইডেটর দ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, দীপরাজ বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) অংশত লিকুইডেশন এস্টেট গঠিত হিসেবে বিক্রি করা হবে। ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://eauctions.co.in মাধ্যমে লিকুইডেটর কর্তৃক বিক্রয় সম্পাদিত হবে।

সম্পদ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	প্রাথমিক ইএমডি পরিমাণ (আইএনআর)	বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)
ব্লক এ (চালু সংস্থা হিসেবে বিক্রয়)			
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পদ আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২এ অনুযায়ী চালু সংস্থা হিসেবে, কিছু নির্দিষ্ট সম্পদ যা ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি-ব্লক এ তে উল্লেখ করা হয়েছে -এর জন্য সহ ।	৩,০০,০০০ টাকা	৩০,০০০ টাকা	২৫,০০০ টাকা
ব্লক বি			
অচলতি বিনিয়োগ	১,৫০,০০০ টকা	১৫,০০০ টাকা	২৫,০০০ টাকা
ব্লক সি			
দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম	১,৫০,০০০টাকা	১৫,০০০ টাকা	২৫,০০০ টাকা

ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি নিম্নরূপ
১. বায়না জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় ১৭.০৮.২০২৪ বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
২. যোগ্যতা নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৫.০৮.২০২৪ বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
৩. ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা মেসার্স লিংকস্টার ইনফোসিস প্রা. লি. মাধ্যমে **“যেখানে যেমন আছে”, “যেখানে যা আছে”, “যেখানে যে অবস্থায় আছে” এবং “কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত’** ই-নিলাম পরিচালিত হবে।
৪. ১৮.০৭.২০২৪ তারিখের ই-নিলাম প্রক্রিয়া মেমোরেন্ডামে সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া সম্বলিত সম্পদের বিশদ বিবরণ, অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম, ডিক্লেয়ারেশন এবং আন্ডারটেকিং ফর্ম, অনলাইন নিলাম বিক্রির নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট https://eauctions.co.in পাওয়া যাচ্ছে এবং liquidator.deeprajvinimay@gmail.com-এ লিকুইডেটরের কাছে ই-মেইলের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। ই-অকশন প্রসেস মেমোরেন্ডাম হল নিলামের মাধ্যমে উপরে উল্লিখিত সম্পদ বিক্রির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এটি সমস্ত আইনি ও বাণিজ্যিক শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে চূড়ান্ত দলিল।
৫. ই-নিলামের বিস্তারিতর জন্য, যোগাযোগ করুন
শ্রী উত্তম টেকরিওয়াল **+৯১-৯৮৩১৯১৩৫৬৯, ইমেল : liquidator.deeprajvinimay@gmail.com**

স্বা/-
উত্তম টেকরিওয়াল
দীপরাজ বিনিময় প্রা. লি.-এর লিকুইডেটর

তারিখ : ২০.০৭.২০২৪
স্থান : কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — এলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট-৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

বিষ্ণুপুর শাখা
ঝাপড় মোড়, স্টেশন রোড, বিষ্ণুপুর, জেলা - বাঁকুড়া, পিন - ৭২২ ১২২

যেহেতু :
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার **১৬.০২.২০২৪** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে **ঋণগ্রহীতা শ্রী রাজীব কান্তি রায়** -কে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **৩,৪৭,৮৪৭.০০ টাকা** (তিন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার আটশো সাতচল্লিশ টাকা মাত্র) তদুপরি তার উপর অর্জিত সুদ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।

ঋণগ্রহীতা/সহ- ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন **২০ জুলাই, ২০২৪** তারিখে ।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **৩,৪৭,৮৪৭.০০ টাকা** (তিন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার আটশো সাতচল্লিশ টাকা মাত্র) তদুপরি তার উপর অর্জিত সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)** -এর চার্জ সাপেক্ষে হবে ।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: আবাসিক বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল , গ্রাউন্ড ফ্লোর এলাকা ৫৯৩ বর্গফুট, ফার্স্ট ফ্লোর এলাকা ৪৯৪ বর্গফুট, কমবেশি ৩.৫০ ডেসিমেল পরিমাপের এলাকা এবং লোহারপাড়া, মৌজা - যমুনাবাঁধ, জেএল নং ৯৭, এলআর প্লট নং ২৪৭, এলআর খতিয়ান নং ২৮২৯, হোল্ডিং নং ৪৪২/৩, ওয়ার্ড নং ১৯, বিষ্ণুপুর পৌরসভার মধ্যে, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা বাঁকুড়া -তে অবস্থিত । **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণে - বিবেক কুমার ঘোষের বাড়ি, পূর্বে - বাবলু দাস বারুইয়ের বাড়ি, পশ্চিমে - নরেন চন্দ্র ঘরাই এর বাড়ি দ্বারা।

তারিখ: ২০.০৭.২০২৪
স্থান: বিষ্ণুপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI এসবিআই বালিচক শাখা (১২৪৪১)
গ্রাম এবং পোস্ট - বালিচক, থানা - ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন - ৭২১১২৪, ইমেল : sbi.12441@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - II [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৪.১১.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী সন্দীপ মন্ডল, পিতা শ্রী শ্যামাপদ মন্ডল, গ্রাম - ঘোলাই, পো. বালিচক, থানা - ডেবরা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১২৪** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২০,৯৫,৪০৩.০০ টাকা (কুড়ি লাখ পঁচানব্বই হাজার চারশ তিন টাকা) টাকা ০৪.১১.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **২০,৯৫,৪০৩.০০ টাকা (কুড়ি লাখ পঁচানব্বই হাজার চারশ তিন টাকা) টাকা ০৪.১১.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী সন্দীপ মন্ডল, পিতা শ্রী শ্যামাপদ মন্ডল, গ্রাম : ঘোলাই, পো : বালিচক, থানা : ডেবরা, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা : ঘোলাই, জেএল নং ৪২৬, আরএস খতিয়ান নং ১৮, এলআর খতিয়ান নং ৫১/২, নতুন এলআর খতিয়ান নং ৫১৯, আর এস এবং এলআর প্লট নং ২৩৩স এরিয়া : ৫ ডেসিমেল পরিবর্তিত বাস্তু জমি।দলিল নং ০০৩৭৩ তারিখ ২০.০১.২০১৭। দুয়ান ১০/২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** বিক্রেতা স্বয়ং; **দক্ষিণে :** শম্ভুনাথ সামন্ত; **পূর্বে :** রাজকুমার সামন্ত; **পশ্চিমে :** সুব্রত দে সরকার এবং অন্যান্য।

তারিখ - ১৮.০৭.২০২৪
স্থান - বালিচক, পশ্চিম মেদিনীপুর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সরকারি নির্মাণ সামগ্রী চুরির অভিযোগ, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সরকারি নির্মাণ সামগ্রী চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পূর্ব বর্ধমানের খন্ডঘোষ থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম সুভাষ মন্ডল। ধৃত ব্যক্তি কুলে গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। ধৃত ব্যক্তিকে রবিবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে খন্ডঘোষ থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, কুলে গ্রামেই তৈরি হচ্ছে নতুন একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। সেই কেন্দ্র নির্মাণের জন্য বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী রাখা হয় এলাকাতেই। সেখান থেকেই বালি, ইট এবং এসবেসটর চুরি যায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে কুলে গ্রাম থেকে সুভাষ মণ্ডল নামের ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ৬ বস্তা বালি, ৫০ টা ইট, ২ পিস অ্যাসবেসটস উদ্ধার করে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে খন্ডঘোষ থানার পুলিশ।

২১ জুলাইয়ের সভায় যোগ দেওয়ার আগে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের জন্য হুমকি পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পোলবা: হুগলির পোলবার দাদপুরের মালপাড়া এলাকায় এই পোস্টারগুলি পড়েছে। এই নিয়ে তপ্ত হুগলির রাজনৈতিক মহল।

২১ জুলাইয়ের সভায় যোগ দেওয়ার আগে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের জন্য হুমকি পোস্টার! হুগলিতে শোরগোল। হুগলির পোলাবার দাদপুরের মালপাড়া এলাকায় এই পোস্টারগুলি পড়েছে। সেখানে লেখা ছিল, ‘যারা ২১ জুলাই ডিম ভাত খেতে যাচ্ছেন কলকাতা তারা অবশ্যই নিজের ইনসুরেন্স করে বাড়ি থেকে বেরবেন (বানান অপরিবর্তিত)। এরপরেই বিরোধীদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন রাজ্য শাসক দলের স্থানীয় নেতারা। এলাকার তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের দাবি, পোলবার দাদপুরের মালপাড়া এই ধরনের পোস্টারে ছয়লাপ। ২১ জুলাইয়ের আগে কে বা কারা এই পোস্টার ফেলল? তা নিয়ে শোরগোল পড়েছে হুগলির রাজনীতিতে। খবর পেয়ে সেখানে যায় হুগলির গ্রামীণ পুলিশ। এই পোস্টারের ছবি সংগ্রহের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষজনকে জিজ্ঞাসাবাদও করে পুলিশ। কে বা কারা এই পোস্টার দিয়েছে? সেই বিষয়েও অনুসন্ধান করা হয়। এদিকে এই পোস্টার বিতর্ক নিয়ে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। হুগলি জেলার তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি মনোজ চক্রবর্তীর অভিযোগ, ‘ বিজেপি ২১ জুলাইয়ের পালটা একটি কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এই পোস্টারের মাধ্যমে খোলাখুলি হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই পোস্টারগুলির বিষয়ে পুলিশকে জানিয়েছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় মানুষের নিরাপত্তা রয়েছে।’

যদিও এই পোস্টারকাণ্ডের দায় নিতে অস্বীকার করেছে বিজেপি। সপ্তগ্রামের মণ্ডল ১-এর বিজেপি সভাপতি অর্ঘ্য চক্রবর্তী বলেন, ‘রাজ্য শাসক দলের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণেই এই পোস্টার পড়েছে।’ যদিও এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন শাসক দলের নেতারা। মনোজ চক্রবর্তী বলেন, ‘বাংলার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিতে চলেছেন ২১ জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশে। কাউকে ভয় দেখিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। বলপ্রয়োগের চেষ্টা বা হুমকি দেওয়া হলে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।’ উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে হুগলিতে জয়লাভ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৯ সালে হুগলিতে বিজেপির জয়ী সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে পরাজিত করেন তাঁর একসময়ের সতীর্থ। ২১ জুলাইয়ের সমাবেশের প্রস্তুতি হিসেবে হুগলি জেলার বিভিন্ন ব্লকে সভা, মিছিল করেছে তৃণমূল। প্রস্তুতিও তুঙ্গে। এই বছর হুগলি জেলা থেকে রেকর্ড সংখ্যক মানুষ যোগ দিতে চলেছেন ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে, এমনটাই আশাবাদী রাজ্যের শাসক দল।

‘একটি গান অনেক প্রাণ’—এই স্লোগানকে সামনে রেখে গুরু পূর্ণিমায় বৃক্ষ রোপণের আয়োজন করেছিল গণকণ্ঠ সিউড়ি শাখা। রবিবার সকালে জেলা পরিষদ সংলগ্ন আম্বেদকর উদ্যান থেকে সিউড়ি শহরের সাংস্কৃতিক কর্মীরা সম্মিলিতভাবে পদযাত্রা করে সিউড়ি ইরিগেশন কলোনির মাঠে বৃক্ষরোপণ করেন। বৃক্ষরোপণ উপলক্ষ্যে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ফিরহাদ হাকিমের হিন্দু বিরোধী বক্তব্যের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: রাজ্যজুড়ে নারী নির্যাতন ও পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিন্দু বিরোধী বক্তব্য ও বিদ্রুপের প্রতিবাদে রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে জেলার থানাগুলিতে অবস্থান, বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়। মেদিনীপুরে কোতোয়ালি থানার সামনে এবং ঝাড়গ্রাম শহরের পাঁচ মাথার মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন বিজেপি নেতা কর্মীরা। মেদিনীপুর কলেজ মাঠ এবং ঝাড়গ্রাম জেলা কার্যালয় থেকে প্রায় দুই শতাধিক কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র অরূপ দাস বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য জুড়ে মহিলা নির্যাতন বেড়েই চলছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ এইকাজে লিপ্ত, আর মুখ্যমন্ত্রী নির্লিপ্ত। মুখ্যমন্ত্রীর মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ফিরহাদ হাকিম হিন্দুদের বিদ্রুপ করছেন, অমুসলিমদের ইসলামে দীক্ষিত করার মতো কথা বলে হিন্দু ধর্মের অবমাননা করছেন। অথচ মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চুপ। এরই প্রতিবাদে এই থানা ঘেরাও কর্মসূচি।

টোটো পড়ল নয়ানজুলিতে, আহত শিশু সহ ৪ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় টোটো গাড়ি উল্টে পড়ল নয়ানজুলিতে। টোটোতে থাকা এক শিশু সহ চারজন গুরুতর আহত হয়। পাশাপাশি পুলিশ গাড়িটিও খালের মধ্যে পড়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের খন্ডঘোষে। পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানা সংলগ্ন এলাকায় রবিবার পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় টোটো গাড়ি উল্টে গিয়ে যাত্রী সহ টোটো গিয়ে পড়ে নয়ানজুলিতে। টোটোতে থাকা এক শিশু সহ মোট চারজন গুরুতর আহত হয়। তাদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। আহত চারজন হলেন টোটো চালক নওশাদ মণ্ডল বয়স ২৩ বছর। টোটোর যাত্রী অভিজিৎ মল্লিক বয়স ২৯ বছর। তার স্ত্রী পায়েল মল্লিক বয়স ২৩ বছর। ও তার শিশু কন্যা অনিকা মল্লিক বয়স ৪ বছর। খন্ডঘোষ থানার অমরপুরে তাদের বাড়ি। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে পায়েল মল্লিকের দিদির বাড়ি লোদনা থেকে টোটোতে করে নিজেদের বাড়ি অমরপুর ফেরার পথে খন্ডঘোষ থানা সংলগ্ন এলাকায় পুলিশের চারচাকা গাড়ির ধাক্কায় টোটোটি ছিটকে নয়ানজুলিতে পড়ে। পাশাপাশি খালের মধ্যে পুলিশের গাড়িটিও পড়ে। তবে পুলিশের গাড়িতে পুলিশ ছিল না বলে জানিয়েছে আহতদের আত্মীয়রা। টোটোতে থাকা ওই চারজনকে প্রথমে খন্ডঘোষ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। সেখানে অবস্থার অবনতি দেখে চিকিৎসকেরা তাদেরকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে। সেই মতো খন্ডঘোষ থানার পুলিশ তাদেরকে চিকিৎসার জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তারা প্রত্যেকেই চিকিৎসাধীন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

IDBI BANK আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনগাঁ শাখা

স্বর্ণ অলঙ্কার নিলামের জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্বর্ণ অলংকার সাধারণ নিলামে বিক্রির জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে। আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. করের বাগান, পো. এবং থানা - বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২৩৫ ব্যাঙ্ক প্রেমিসেসে ০৩.০৮.২০২৪ তারিখে বিকেল ৪টে থেকে ৪.৩০টে পর্যন্ত নিলাম প্রক্রিয়া সম্পাদিত হবে।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত স্বর্ণ অলংকারের বিস্তারিত	মোট ওজন গ্রামে	ইএমডি টাকায়	সংরক্ষিত মূল্য টাকায়
১.	১৪৬৭৬৭১১০০১২ ৩২৬৬	রিয়াজুল মন্ডল	৪টি কানের দুল	২৭.৬	১০,০০০ টাকা	১,৩০,০০০ টাকা

ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্ধারিত বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাধীনে, যার কপি বনগাঁ শাখার নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত হবে ২২.০৭.২০২৪ থেকে ৩০.০৭.২০২৪ পর্যন্ত আগ্রহী ব্যক্তিগণ উল্লেখ সাপেক্ষে নিলাম সম্পাদিত হবে। নিলামে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির বিক্রয়ের উক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত থাকতে হবে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ৩০.০৭.২০২৪। কোনও তথ্যের জন্য শাখার সহিত যোগাযোগ করুন।

তারিখ : ২২.০৭.২০২৪
স্থান : বনগাঁ

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, বনগাঁ শাখা

IDBI BANK আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড বারুইপুর শাখা

স্বর্ণ অলঙ্কার নিলামের জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্বর্ণ অলংকার সাধারণ নিলামে বিক্রির জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে। আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.। মমতা প্যালেস, ১৪ কুলপি রোড, ভট্টাচার্য পাড়া, বারুইপুর ৭০০১৪৪ ব্যাঙ্ক প্রেমিসেসে ২৬.০৭.২০২৪ তারিখে বেলা ১২টা থেকে নিলাম প্রক্রিয়া সম্পাদিত হবে।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত স্বর্ণ অলংকারের বিস্তারিত	মোট ওজন গ্রামে	ইএমডি টাকায়	সংরক্ষিত মূল্য টাকায়
১.	১১৩৫৬৭১১০০ ০০৪৮৬২	স্বরূপ দাস, প্রামাণিক পাড়া, মাঠের দিঘি মাঠের দিঘি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৩২৯	২টি আংটি	১২.৯৭	৭৮৩২ টাকা	৭৮,৩২৫.০০ টাকা

ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্ধারিত বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাধীনে , যার কপি বারুইপুর শাখার নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত হবে ২২.০৭.২০২৪ থেকে ২৬.০৭.২০২৪ পর্যন্ত আগ্রহী ব্যক্তিগণ উল্লেখ সাপেক্ষে নিলাম সম্পাদিত হবে । নিলামে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির বিক্রয়ের উক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত থাকতে হবে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ২৯.০৭.২০২৪।

তারিখ : ২২.০৭.২০২৪
স্থান : বারুইপুর

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, বারুইপুর শাখা

দি গ্রোব টি কোং লিঃ
রেজিঃ অফিস: “হাউট স্ট্রিট” ১০ম তল, ৮৬এ, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০০৪৬, **ফোন নং:** +৯১-৩৩-৪০০৩-১৩২৫/২৬
ইমেল: grobtea@rawalwasia.co.in, **ওয়েবসাইট:** www.grobtea.com
CIN : L74110WB1895PLC000963

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এজিএমের নোটিসে বর্ণিত কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য গ্রোব টি কোং লিঃ (‘দ্য কোম্পানি’)-এর সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভা (‘এজিএম’ বা ‘মিটিং’) ১৯ অগস্ট, ২০২৪ তারিখ সোমবার দুপুর ২.০০টায় (আইএসটি) কেবল ভিডিও কনফারেন্সিং (‘ভিসি’) ফেসিলিটি/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস (‘ওএভিএম’)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

২০২৩-২০২৪ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক রিপোর্ট-সহ বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিস দি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১ এবং ১৩ মে, ২০২২ তারিখে সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/ডিডিএইচএস/পি/সিআইআর/২০২২/০০৬৩ মঞ্জুর করা শিথিলতা অনুসারে কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ২২ জুলাই, ২০২৪ তারিখে পাঠানো হচ্ছে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারকে যাঁদের নাম সদস্যদের রেজিস্টার/ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)/ সেন্ট্রাল ডিপজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-(সিডিএসএল)এর সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় ৫ জুলাই, ২০২৪ তারিখে ব্যবসায়িক কাজকর্ম বন্ধ হওয়ামতো দেখা যাবে এবং যাঁরা নিজেদের ইমেল আইডি কোম্পানিতে/ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে নথিভুক্ত করিয়েছেন। সদস্যরা অবহিত হবেন যে, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৩-২৪ আরও পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.grobtea.com** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই)-র ওয়েবসাইটে **www.nseindia.com**। সদস্যরা শুধু ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে যোগদান ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজিএমে যোগদানের নিয়মাবলি নোটিসে দেওয়া আছে। ভিসি/ওএভিএম -এর মাধ্যমে সভায় যোগদানকারী সদস্যদের ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৩ ধারা অধীনে কোরামের সংখ্যা পূরণের জন্য গণনা করা হবে।

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ -এর সঙ্গে পঠিত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারার বিধানাবলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোম্পানি সদস্যদের বৈদ্যুতিনভাবে তাঁদের ভোটদানে সক্ষম করতে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর মাধ্যমে কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য রিমোট ই-ভোটিং এই বৈদ্যুতিন ভোটদানের সুবিধা দিচ্ছে। অতিরিক্ত হিসাবে এজিএমের সময়ে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধাও পাওয়া যাবে এবং সভায় যোগদানকারী সদস্যরা, যাঁরা রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা ইতিমধ্যেই তাঁদের ভোটদান করেননি, তাঁরা এজিএমে তাঁদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি নোটিসে দেওয়া আছে।

যে-সব সদস্যের নাম সদস্যদের রেজিস্টারে/ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে ভোটিংয়ের কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১২ অগস্ট, ২০২৪ তারিখমতো থাকবে তাঁরা রিমোট ই-ভোটিং/এজিএমে ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন। কোনও ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ারের অধিকারী এবং সদস্য হয়েছেন নোটিস পাঠানোর পরে কিন্তু ভোটিং-এর জন্য কাট-অফ ডেট অর্থাৎ ১২ অগস্ট, ২০২৪ তারিখের পূর্বে, তিনি তাঁর ফোলিও নং/ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি নং উল্লেখ করে **goenkamohan@gmail.com** বা **sabbas@nichetechpl.com** -তে অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। অবশ্য, কোনও সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএলে ইতিমধ্যেই রেজিস্টার্ড হয়ে থাকলে তিনি বর্তমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড তাঁদের ভোটদানের জন্য ব্যবহার করতে পারেন।

রিমোট ই-ভোটিং সময় শুরু হচ্ছে ১৬ অগস্ট, ২০২৪ তারিখ শুক্রবার (সকাল ৯.০০টায়) এবং শেষ হবে ১৮ অগস্ট, ২০২৪ তারিখ রবিবার (বিকেল ৫.০০টায়)। উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং দিতে দেওয়া হবে না। এরপরে মেসার্স মোহন রাম গোয়েঙ্কা, অংশীদার মেসার্স অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস ফার্ম অফ প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিজ, কলকাতা-কে এজিএমে ই-ভোটিংয়ের জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। যে-সব সদস্য এজিএমের পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা ভোট দিয়েছেন তাঁরাও এজিএমে যোগদান করতে পারেন, কিন্তু আবার ভোটদানের যোগ্য হবেন না।

ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ারধারী সদস্যরা যাঁরা তাঁদের ইমেল অ্যাড্রেস কোম্পানি/ ডিপজিটরিদের কাছে রেজিস্টার করেননি নোটিস, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৩-২৪ এবং/বা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে যোগদানের জন্য লগইন ডিটেল মায় ই-ভোটিং পেতে পারেন ই-মেল যোগে নিম্নোক্ত কাগজপত্রের স্ক্যান করা কপি কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড-কে **sabbas@nichetechpl.com** -তে পাঠিয়ে।

ক) আপনার নাম, ফোলিও নম্বর ও সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র;
খ) প্যান -এর স্ব-প্রত্যয়িত কপি: এবং
গ) ঠিকানার প্রমাণের স্বপ্রত্যয়িত কপি (যেমন আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি)

ডিম্যাট ফর্মে শেয়ারধারী সদস্যদের তাঁদের ইমেল অ্যাড্রেস/ইলেকট্রনিক ব্যাঙ্ক ম্যানডেট নিজেদের ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে হালনাগাদ করিয়ে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ারধারী সদস্যরা যাঁরা বৈদ্যুতিন ক্লিয়ারিং সার্ভিস অথবা অন্য যে-কোনও বৈদ্যুতিন পদ্ধতি মারফত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি লভ্যাংশ গ্রহণের ম্যান্ডেট হালনাগাদ করেননি, তাঁরা হালনাগাদ করাতে পারেন উপরে বর্ণিতমতো-এর অতিরিক্ত হিসাবে নিম্নোক্ত বিস্তারিত বিবরণ পাঠিয়ে সদস্যের নাম-যুক্ত একটি বাতিল চেক-এর স্ক্যান করা কপি অথবা প্রথম হোল্ডারের নামেও হতে পারে শেয়ার যৌথ নামে হলে, পাঠাতে পারেন এখানে **sabbas@nichetechpl.com** .

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারা অনুসারে কোম্পানির সদস্যদের শেয়ার ট্রান্সফার বই ও রেজিস্টার ১৩ অগস্ট, ২০২৪ তারিখ মঙ্গলবার থেকে ১৯ অগস্ট, ২০২৪ তারিখ সোমবার পর্যন্ত (উভয়দিন সহ) উপরোক্ত উদ্দেশ্যে এবং এজিএমে সদস্যদের দ্বারা যদি কোনও লভ্যাংশ ঘোষিত হয় সেই কারণে বন্ধ থাকবে।

রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে আপনারা দেখতে পারেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল যা প্রাপ্তব্য এখানে **www.evoting.nsdl.com** বা যোগাযোগ করতে পারেন নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে এখানে **grobtea@rawalwasia.co.in** বা ফোনে ০৩৩-৪০০৩১৩২৫/২৬ নম্বরে। এজিএমের নোটিস পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.grobtea.com**, এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** এবং **www.cse-india.com** -তে।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২২.০৭.২০২৪

গ্রোব টি কোং লিঃ -এর পক্ষে
(চিত্রা জয়সওয়াল)
কোম্পানি সেক্রেটারি

জীবিত শিশু কোলে এক গৃহবধূর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের এনায়েত পল্লিতে বাড়ির ভিতর জীবিত একরত্তি শিশু কোলে এক গৃহবধূর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। ওই গৃহবধূকে খুন করা হয়েছে নাকি অন্য ভাবে মৃত্যু তার সমস্ত খতিয়ে দেখছে পুলিশ। রবিবার বিকালে এই ঘটনায় পাড়ার লোকজনও হতবাক হয়ে যায়। কিভাবে এই মৃত্যু তা নিয়ে রহস্যের দানা বেঁধেছে। খবর পেয়ে আরামবাগ থানার আইসি রাকেশ সিং নিজেই পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন ও রক্তাক্ত ওই গৃহবধূর দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যান। তবে আক্রান্ত শিশুটিকেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতা ওই গৃহবধূর নাম সাবিনা বেগম (২৭)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, খানাকুলের কাছড়া চৌমাথা এলাকার মাইনান গ্রামের বাসিন্দা সাদেক আলি খানের মেয়ে সাবিনা বেগম। তার বিয়ে হয় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জোতকানুরামগড়ে বছর ১২ আগে।

পারিবারিক অশান্তির কারণে স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে যায়। তারপর থেকে আরামবাগ এনায়েত পল্লিতে ভাড়া থাকতেন। এখানেও একজনকে বিয়ে করেছিলেন বলে জানান তার এক আত্মীয়। রবিবার সকাল থেকেই তার ঘরের প্রধান দরজা বন্ধ ছিল। কিন্তু দরজার বাইরে রক্ত দেখতে পান এলাকার বাসিন্দারা। পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে পৌঁছয়। পুলিশ দরজা খুলেই দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে আছেন ওই গৃহবধূ সাবিনা। তার কোলে একটি জীবিত শিশুকন্যা। সেও রক্তাক্ত। পুলিশ শিশুকন্যাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠায় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। আর ওই গৃহবধূর রক্তাক্ত দেহকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। স্থানীয় এলাকার মানুষ ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে না চাইলেও এটা খুন বলেই মনে করছেন তারা। তবে এর পিছনে কি রহস্য আছে তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্ত নেমেছে আরামবাগ থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা শেখ আম্বিয়া বলেন, আমরাও এই বাড়িতে ভাড়া থাকি। ওনাকে চিনিও না। জানিও না। কারোর সঙ্গে কথাও বলত না। এই কয়েকটা দিন এসেছিলেন। শুনেছি ওনার বর্তমান স্বামী গাড়ি চালায়। উনি বাড়িতে নেই এখন। বাড়ির মালিক শেখ কামাল হোসেন খবর পেয়ে আসেন। তিনি বলেন, গত ১৬ জুলাই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। এখানে এই ক'টা দিন এসেছিলেন। বাড়ির লোকজনের সঙ্গে মনে হয় কোনও সম্পর্ক ছিল না। মৃতার এক তুতো কাকা সোহরাব উদ্দিন খান বলেন, আমাকে ফোন করা হয়। আমি ফোন পেয়ে এখানে আসি। যে ভাবে রক্ত ঝড়েছে তাতে করে মনে হয় কুপিয়েই খুন করা হয়েছে। এবার পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। আরামবাগ থানার পুলিশ জানিয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউই আসেননি। অভিযোগও হয়নি। তবে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে।

অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশে কার্ফু জারি, সীমান্ত দিয়ে রপ্তানি-আমদানি বন্ধ, বিপাকে পর্যটকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ছাত্র আন্দোলনের জেরে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। জারি হয়েছে কার্ফু। এরই মধ্যে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রায় ২০০ পণ্যবাহী লরি রপ্তানি করতে গিয়ে আটকে পড়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের রপ্তানিকারকরা আপাতত কয়েক দিনের জন্য স্থলবন্দর দিয়ে বাণিজ্য ব্যবস্থা বন্ধ রেখেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে একরাশ আতঙ্ক নিয়ে ভারতে ফিরছেন অনেক পড়ুয়া থেকে ঘুরতে যাওয়া পর্যটকরা। রবিবার দুপুরে মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের মহদীপুর এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্ত কেন্দ্র দিয়েই বহু মানুষ বাংলাদেশ থেকে এদেশে ফিরে এসেছেন। বাদ যাননি অসংখ্য পড়ুয়ারা। যাদের অনেকেই বাংলাদেশ কেউ মেডিক্যাল পড়তে গিয়েতিলেন। আবার কেউ গবেষণার জন্য গিয়েছিলেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে ভারতে চিকিৎসা করাতে এসেও বিপাকে পড়েছেন বেশ কিছু রোগী ও তাদের পরিবার। সীমান্তের ওপারের দেশে অগ্নিগর্ভ অবস্থা হয়ে পড়ায় তারাও এখন কার্ফুর মধ্যে কিভাবে নিজেদের বাড়ি ফিরবেন তা নিয়েও দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

এদিন মালদার মহদীপুর ভারত - বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্তে প্রশাসনের পক্ষ থেকেও হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে। কড়া নজরদারি রয়েছে সীমান্তার সুরক্ষা বাহিনীর অফিসার ও জওয়ানদের। পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসা ভারতীয়দের নানাভাবে সাহায্য করছেন এদেশের পুলিশ, প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী।

উল্লেখ্য, মালদার মহদীপুর আন্তর্জাতিক ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিনই ৪০০'রও বেশি পণ্যবাহী লরি রপ্তানি হয়। পেঁয়াজ সহ বিভিন্ন সবজি, ফল এবং পাথর রপ্তানি হয়। কিন্তু বাংলাদেশে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় ইতিমধ্যে কয়েকদিনের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থল বন্দরে রপ্তানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই সীমান্ত দিয়েই প্রতিদিন প্রায় পঞ্চাশ কোটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয় ভারত সরকারের। যা এখন ক্ষতির মুখে।

এদিকে একদিকে যখন সীমান্ত দিয়ে রপ্তানি আমদানি বন্ধ। তখন অন্যদিকে এই সীমান্ত দিয়েই বহু ভারতীয় মেডিক্যাল পড়ুয়া ঘরে ফিরছেন। বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ সেই পরিস্থিতির সেই আতঙ্কের ছবি নিয়েই ঘরে ফেরা পড়ুয়াদের। মহদীপুর এই আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন ১০০ জন করে পড়ুয়ারা ভারতে ফিরছেন। তার পাশাপাশি বহু বাংলাদেশি চিকিৎসার জন্য এসেছেন। ভারত থেকে এখন নিজেদের দেশে ফেরা নিয়ে বিপাকে পড়েছেন। ভারত থেকে বাংলাদেশে পড়তে যাওয়া মেডিক্যাল পড়ুয়া সাদেক খান, রেশমি খাতুন বলেন, ছাত্র আন্দোলনের জেরে রীতিমতো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলছে বাংলাদেশে। আমরা আতঙ্কে ওই দেশ ছেড়ে নিজের দেশে ফিরে এসেছি। জানি না পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে। তবে ওই দেশের পুলিশ ও প্রশাসন খুব সহযোগিতা করেছে। ফলে সুষ্ঠুভাবেই ভারতের মহদীপুর সীমান্ত দিয়ে নিজেদের দেশে প্রবেশ করতে পেরেছি। বাংলাদেশের এক নাগরিক সাদিকুল ইসলাম বলেন, ভারতের চেন্নাইয়ে ট্রিটমেন্ট করাতে গিয়েছিলাম। পরিবার রয়েছে আমার সঙ্গে। দেশে ফেরার জন্য মালদার এই সীমান্ত এসে অপেক্ষায় রয়েছি। শুনেছি বাংলাদেশ কার্ফু জারি হয়েছে। কি করে ফিরব বুঝতে পারছি না। বড় দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছি। আমরা চাই শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসুক বাংলাদেশে। ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপোর্টার কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্পাদক উজ্জ্বল সাহা বলেন, কোটা সংরক্ষণের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে ছাত্ররা। কয়েক দিন ধরেই বাংলাদেশে তুমুল আন্দোলন চলছে। ব্যাপক অস্থির অবস্থা তৈরি হয়েছে ওই দেশে। এরই মধ্যে মালদা থেকে ২০০টি পণ্যবাহী লরি বাংলাদেশ গিয়ে আটকে পড়েছে। চালাক এবং খালাসিরা লরি নিয়ে এখনো ভারতে ফিরে আসতে পারেনি। তাদের পরিবার উদ্বেগ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্থলবন্দরে রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা চাই সুষ্ঠুভাবে ভারতীয় লরি চালক ও খালাসিরা ফিরে আসার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই আবার পুনরায় রপ্তানি কাজ শুরু হবে।

সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে রবিবার সন্ধ্যায় গুরু পূর্ণিমায় সংগীত গুরু গৌর দাসকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন অলংকার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শান্তব্রত নন্দন।

গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গুরু প্রণাম আনন্দ উৎসবে সামিল ঋষভ নন্দনের ছাত্র-ছাত্রীরা। রবিবার সকালে সিউড়ি রামকৃষ্ণ সভাগৃহে সংস্থার অন্যতম কর্ণধার মদনমোহন পাল সকলকে স্বাগত জানান।

নাবালিকার বিয়ে আটকাতে কন্যাশ্রীদের ধরনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গোপনে নাবালিকা মেয়ের বিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলে মেয়ের বাড়ির সামনে ধরনা অবস্থানে বসে গোলাড় কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যারা। ঘটনাটি ঘটেছে কেশপুর ব্লকের ৪ নং গোলাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের দাদপুর গ্রামে। সুনিতা রায় সহ কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যাদের অভিযোগ, গোলাড় হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী কোয়েল দোলইয়ের (১৬) ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার বাবা মা গোপনে বিয়ে দিয়েছেন, যা আইনত অপরাধ। বিয়ের খবর পাওয়ার পর শনিবার কোয়েল দোলইয়ের বাড়িতে হাজির হয় গোলাড় হাইস্কুলের কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যারা। এরপর কোয়েলের বিয়ের কথা তার পরিবার অস্বীকার করলে বাড়ির সামনেই ধরনা অবস্থানে বসে পড়ে কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যারা। তাদের দাবি, কোয়েলকে তাদের কাছে হাজির করতে হবে এবং পুনরায় স্কুলে পাঠানোর লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। তা নাহলে তারা ধরনা অবস্থান চালিয়ে যাবে। কোয়েলের মা রেখা দোলই বলেন, মেয়ের বিয়ে তারা দেননি, মেয়ে নিজেই পালিয়ে গিয়ে দু'মাস আগে না জানিয়ে বিয়ে করে নিয়েছে।

তবে মেয়ের শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করে সোমবার থেকে মেয়েকে স্কুলে পাঠানোর চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন। পরিবারের এই মৌখিক আশ্বাস কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যারা মানতে রাজি হয়নি। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, লিখিত প্রতিশ্রুতি না দিলে ধরনা অবস্থান উঠবে না। অবশেষে সন্ধ্যার পর কোয়েলের মা রেখাদেবী লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলে কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যারা অবস্থান তুলে নেয়।

সম্পত্তি নিয়ে অশান্তির জেরে দাদাকে খুন করল ভাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: সম্পত্তিগত বিবাদের জেরে দাদাকে ছুরি মেরে খুন করল ভাই। এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার শ্যামপুর থানা এলাকার বাছড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁপা বাড় গ্রামে। মৃত ব্যক্তির নাম জিয়ারুল খান, বয়স ৫০। জানা গিয়েছে, বহুদিন ধরে জিয়ার সঙ্গে তার ভাই রাজা খানের জমি বিক্রি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে অশান্তি চলছিল। শনিবার বিকেলে রাজা খানের স্ত্রী ডালিয়ার সঙ্গে জিয়ারুলের স্ত্রীর তীব্র বচস হয়। বচসায় এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে বচসা সামলাতে আসতে হয় পঞ্চায়েতে প্রধানকে। পঞ্চায়েতের প্রধান মহিলা হওয়ায় রাত্রি এগারোটা নাগাদ তার স্বামী ঘটনাস্থলে এসে সালিশি করতে বসেন এবং ফের উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয় হঠাৎই রাজা তার কাছে চুরি থাকায় ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে জিয়ারুল সহ আরো তিনজনকে। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুকিয়ে পড়ে প্রত্যেককেই চিৎকার চেঁচামেচিতে স্থানীয়রা ছুটে এসে জখমদের উদ্ধার করে, আর সেই ফাঁকে রাজা ও ডালিয়া ঘটনাস্থল ছেড়ে পালায়। এলাকার লোকজন জখমদের উদ্ধার করে উলুবেরিয়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে জিয়ারুলের মৃত্যু হয়, বাকি তিনজন ভর্তি আছে কলকাতা এবং উলুবেড়িয়ার হাসপাতলে। এই ঘটনায় ওই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পলাতক স্বামী-স্ত্রীর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

আরামবাগ শহরে ওপর দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়কে মরণফাঁদ, ক্ষোভ শহরবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ শহরের উপর দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়কের ওপর ভয়ঙ্কর গর্ত। যেকোনও মুর্হূতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। ছোটখাটো নিত্য দুর্ঘটনা প্রায় লেগেই আছে। অথচ উদাসীন প্রশাসন।এই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে আরামবাগের বাসুদেবপুর মোড় থেকে গৌরহাটি মোড় পর্যন্ত রাস্তায়। স্থায়ীয়দের দাবি, সামান্য বৃষ্টি হলেই ওই জায়গায় রাস্তার উপর বড় গর্ত জলে ভরে যাচ্ছে। গর্তের আকৃতি না বুঝে রাজ্য সড়কের উপর দিয়ে যাওয়া গাড়িগুলি গর্তের উপর পড়ে দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে মোটর বাইকগুলি গর্তে পড়ে উল্টে গিয়ে হাত পা ভাঙা থেকে শুরু করে মাথা ফাটছে। আরামবাগ শহরের উপর দিয়ে চলে যাওয়ায় রাজ্য সড়কটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছয়টি জেলার যানবাহন এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করে। কয়েক হাজার গাড়ি চলে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার উপর ভয়ঙ্কর গর্ত হওয়ায় সত্ত্বেও প্রশাসনের কোনও হুঁশ নেই। সকাল হলেই কয়েকশো স্কুল ভ্যান যায়। যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটবে। তার দায় কে নেবে। অবিলম্বে বাসুদেবপুর মোড় থেকে গৌরহাটি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করা প্রয়োজন। আসলে কোন রাস্তা গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটা গুরুত্বপূর্ণ নয় সেটা প্রশাসন মনে হয় বুঝে উঠতে পারছে না বলে অভিযোগ।

সাধারণত কোনও ঘটনা ঘটার পর প্রশাসনের ঘুম ভাঙে। এই ক্ষেত্রেও তাই হবে মনে হয়। তবে রাস্তার এই অবস্থা হয়ে থাকলে দুঃসংবাদ যে কোনও সময় পাওয়া যাবে। তাই দ্রুত রাস্তা সংস্কার প্রয়োজন বলে দাবি স্থানীয়দের। আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মিতা বাগ বলেন, রাস্তা সংস্কারের জন্য টেন্ডার পাশ হয়ে গেছে। দ্রুত নাকি কাজ শুরু হবে। বিষয়টা পিডব্লুডি বিষয়টা দেখছে। সবমিলিয়ে স্থানীয় মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্নে এখন দেখার কবে এই সমস্যার সমাধান হয়।

বাসের মাথায় চেপে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ধর্মতলার উদ্দেশ্যে যাত্রা

নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাসে-ট্রেনে কাতারে কাতারে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা আসতে শুরু করছেন। বাসে ভিড়, ট্রেনে ঠাসা ভিড়। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি যাতে কোথাও না তৈরি হয়, রাজ্য জুড়ে বিশেষ পুলিশি ব্যবস্থা ছিল। তার মধ্যেই বাস থেকে হঠাৎ করেই তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের টেনে নামালেন পুলিশ কর্মীরাই। ডানকুনির টোল প্লাজার কাছে হঠাৎ এই ঘটনা।

শনিবারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, কর্মী সমর্থকদের যাতে কোনও অসুবিধা বা দুর্ঘটনার মধ্যে না পড়েন, যাতে কোনও বিপত্তি না ঘটে, তার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে হবে। রবিবার দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে যেসব বাস ধর্মতলার উদ্দেশে যাচ্ছে, প্রায় সব বাসই ভিড়ে ঠাসা। তারওপর বাসের মাথায় চেপে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ধর্মতলার উদ্দেশে যাচ্ছিলেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। ডানকুনি টোল প্লাজার কাছে পুলিশের নজরদারিতে ধরা পড়ে এমন ছবি। পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে বাসের ওপরে চেপে যাওয়া তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের নামিয়ে দেয় এবং বাসের ভিতর যাতে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করে পুলিশ। বাসের মাথায় চেপে এভাবে গেলে, যে কোনও সময়েই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তার জন্যই পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে বাসের মাথা থেকে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের নামিয়ে দেন। পরে তাঁদের ধর্মতলায় যাওয়ারও ব্যবস্থা করে দেন।

মুখ্যমন্ত্রীর কুশ পুত্তলিকা দাহ, ওসির অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করে, ওসির অপসারণ চেয়ে গাংনাপুর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ বিজেপির। একই সঙ্গে এদিন গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। ২১ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যের প্রত্যেকটি থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে বলে বিজেপি সুত্রে খবর। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা উপনির্বাচনে রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভায় বিজেপির কার্যকর্তাদের বাড়ি ভাঙচুর ও বিজেপি কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ উঠেছিল। বিজেপির আক্রান্ত কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করতে এসে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নদিয়ার গাংনাপুরে শুভেন্দু অধিকারীকে ঘিরে কুরুচিকর স্লোগান তুলে ছিল তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। তারই প্রতিবাদে রবিবার নদিয়ার গাংনাপুর থানা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে বিজেপি। এছাড়া ও বিজেপির পক্ষ থেকে গাংনাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের অপসরণের দাবি জানানো হয়।

ফুটবলার বাছাই করতে তিনদিনের শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অনুর্ধ্ব ১৩ বয়সি ফুটবলার বাছতে তিনদিনের শিবির হল উখরা স্কুল মাঠে। উখরা ফুটবল একাডেমির ব্যবস্থাপনায় ১৯ তারিখ শিবিরটি শুরু হয়, শেষ হয় রবিবার। শিবিরে যোগ দিয়েছিল ৬০ জন অনুর্ধ্ব ১৩ শিক্ষার্থী। শিবিরের প্রশিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার গৌরব চট্টোপাধ্যায়। একাডেমির কর্মকর্তা তথা প্রশিক্ষক শৈলেন পাল জানান, কলকাতার কয়েকটি ক্লাব এবার জেলাস্তর থেকে নিজেদের দলে ফুটবলার নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ট্রায়ালের মাধ্যমে তারা ফুটবলার নির্বাচিত করে দলে নেবে। সেই জন্য তারা জেলা বিভিন্ন ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির ও একাডেমির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। প্রশিক্ষণ দিয়ে ফুটবলারদের ঝাড়াই-বাছাই করতেই তিন দিনের শিবিরটির আয়োজন করা হয়েছিল বলে জানান তিনি।

রাজ্যজুড়ে কংগ্রেস কর্মীরা পালন করলেন কালা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রবিবার ২১ জুলাই একদিকে যখন কলকাতার ধর্মতলায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে শহিদ দিবস পালনের অনুষ্ঠান চলছে তখন রাজ্য জুড়ে কংগ্রেস কর্মীরা এই দিনটিকে কালা দিবস হিসেবে পালন করেন। সেইমতো রবিবার পানাগড় বাজারে কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শহিদ দিবস পালন করা হয়, একই সঙ্গে কালা দিবস হিসেবেও পালন করেন কংগ্রেস কর্মীরা। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পূরব ব্যানার্জি, কংগ্রেস নেতা দেবাশিস বিশ্বাস, ধর্মেন্দ্র শর্মা সহ অন্যান্যরা। ব্লক সভাপতি পূরব ব্যানার্জি জানিয়েছেন, গত ৩১ বছর আগে ২১ জুলাই মানুষের অধিকার নিয়ে, সচিত্রপরিচয় পত্রের দাবিতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে আন্দোলন করতে গিয়ে প্রাণ হারান ১৩ জন কংগ্রেস কর্মী। সেই শহিদদের প্রতিবছর তারা শ্রদ্ধা জানান। এবছরও তারা শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শহিদদের শ্রদ্ধা জানান। পাশাপাশি এদিন ১৩ জন শহিদের স্মৃতিতে ১৩টি বৃক্ষ রোপণ করে তাদের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

আত্রেয়ীর কথা উঠল ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ রিভার ডায়লগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের আয়োজনে ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ রিভার ডায়লগ, প্রমোশন অব ট্রান্সবাউন্ডারি রিভার ফ্রেন্ডশিপ শিরোনামে আলোচনায় আত্রেয়ীর উদাহরণ উঠল। তুলে ধরলেন বালুরঘাটের ভূমিপুত্র তুহিনশুভ্র মণ্ডল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেই এই কথা তুলে ধরেন তিনি। এছাড়াও ছিলেন সাইয়ার্ডের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বজিৎ রায় চৌধুরী, কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মনজরুল কিবরিয়া, রিভার রিসাইকেল এরিয়া ডিরেক্টর যশবন্ত দেভাল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিভার

রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পক্ষে বিভাস চন্দ্র বর্মণ, সুইডের পক্ষে ড. সুব্রত হালদার, আইএফসি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপের অজেয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

এই আলোচনায় অবধারিত ভাবেই উঠে আসে তিস্তা জলবণ্টনের কথা, ২০২৬ সালে মেয়াদ শেষ হতে চলা গঙ্গা চুক্তির কথা। এখানেই তাঁর বক্তব্যে তুহিন বলেন, 'যখন বন্ধুত্বের কথা হচ্ছে তখন আত্রেয়ী নদীর কথাও আসবে। একসময় রাবার ড্যাম দিয়ে বাংলাদেশের জল নিয়ন্ত্রণের জন্য দিশারী সংকল্পের হাত ধরে শুরু হয়ে আত্রেয়ী বাঁচানো আন্দোলন ২০১৫ সালে। সেটা এখনও জারি আছে। তারপর ২০১৮ সাল থেকে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে নিয়ে সীমান্তের ঊর্ধ্বে উঠে আত্রেয়ী বন্ধুত্বের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০ সালের ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দেওয়া একটি চিঠিতে পরিষ্কারভাবে আত্রেয়ী নদীকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তাব উল্লেখ করা হয়। যখন প্রমোশন অফ ট্রান্সবাউন্ডারি রিভার ডায়লগের কথা হচ্ছে তখন অবশ্যই আসতে হবে আত্রেয়ী নদীর কথা। এই মর্মে ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রামের এশিয়া প্যাসিফিক সদর দপ্তরে প্রস্তাবনাও দেওয়া হয়েছে।'

এছাড়াও বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ হালদা নদী নিয়ে গবেষণাপত্র ও কাজের খতিয়ান উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মনজুরুল কিবরিয়া। এরপরে ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ রিভার ডায়লগে প্যানেল ডিসকাসনের উপর প্রশ্নোত্তর পর্বও হয়। অংশ নেন গবেষক ও শিক্ষার্থীরা।

টানা বৃষ্টিপাতে বিপর্যস্ত মুম্বই, বাসিন্দাদের বেরতে নিষেধাজ্ঞা

মুম্বই, ২১ জুলাই: গত কয়েক দিন ধরেই টানা বর্ষণে বিপর্যস্ত বাণিজ্যনগরী মুম্বই। জলের তলায় ডুবেছে দাদর পূর্ব, মেরিন ড্রাইভ, লোয়ার প্যারেল এলাকা। বন্ধ করা হয়েছে অন্ধেরির সাবওয়ে। বেশ কিছু বিমানের মুম্বই বিমানবন্দরে অবতরণ করা সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতিতে রবিবার বাসিন্দাদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা স্বরূপ নির্দেশিকা জারি করেছে মুম্বই পুলিশ। যদিও সেখানে এখনই বৃষ্টি না থামার পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। মুম্বইয়ের স্থানীয় হাওয়া অফিস জানিয়েছে, রবিবারও ঠানে, মুম্বই, পালঘরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

রবিবার মুম্বই পুলিশ এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে বাসিন্দাদের সমুদ্র উপকূলে যেতে বারণ করেছে। প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বেরতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। জরুরি সময়ে ১০০ ডায়াল করার কথাও বলা হয়েছে পুলিশের তরফে। জলমগ্ন মুম্বইয়ের বহু ছবি, ভিডিও ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, মুম্বইয়ের বিভিন্ন রাস্তায় জল জমে রয়েছে। জল ভেঙে যানবাহন চলাচলে সমস্যা হচ্ছে।

মুম্বইয়ের আঞ্চলিক হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় মুম্বই এবং তার উপকণ্ঠে ভারী বর্ষণ হতে পারে। পরের ৪৮ ঘণ্টায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ভারতীয় মৌসম ভবনের তরফে ২৪ জুলাই পর্যন্ত মধ্য মহারাষ্ট্রে ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই নিয়ে সতর্ক করে এক্স হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে পুলিশ, প্রশাসন, পুরসভা, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকেও প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। নাগরিকদের সবরকম সাহায্যের নির্দেশ দিয়েছেন শিন্ডে। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস জেনে নিয়ে প্রস্তুত থাকার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি।

কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত কম ক্যালোরির খাবারের অভিযোগ সাক্সেনার

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই: তিহাড় জেলে বন্দি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ইচ্ছাকৃত ভাবে কম ক্যালোরির খাবার খাচ্ছেন বলে অভিযোগ করলেন দিল্লির উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনা। এমনিতেই তাঁর সঙ্গে শাসকদল আপের চাপানউতোর ক্রমশ বাড়ছে। জেল সুপারের দেওয়া রিপোর্ট উল্লেখ করে দিল্লির মুখ্যসচিবকে লেখা চিঠিতে কেজরিওয়ালের শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে উপরাজ্যপাল লিখেছেন, বাড়ির খাবার খাওয়ার অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও কেজরির এই শারীরিক পরিস্থিতি। চিকিৎসকদের দেওয়া মেডিক্যাল ডায়েট ও ওষুধ কেজরি মেনে চলছেন না বলে অভিযোগ সাক্সেনার। এমনকি টাইপ টু ডায়াবিটিস থাকা সত্ত্বেও ঠিকমতো ইনসুলিন না নেওয়ারও অভিযোগ তুলেছেন কেজরির বিরুদ্ধে।

আপের তরফেও কেজরিওয়ালের শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হলেও, উপরাজ্যপালের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে আপ নেতৃত্ব। রবিবার অতিশী জানিয়েছেন, জেল হেপাজতে থাকাকালীন আট বারেরও বেশি কেজরির রক্তে শর্করার পরিমাণ প্রতি ডেসিলিটারে ৫০ মিলিগ্রামের নীচে নেমে গিয়েছে। যার ফলে ব্রেন স্ট্রোক কিংবা কোমায় চলে যাওয়ার সম্ভাবন তৈরি হতে পারত মুখ্যমন্ত্রীর। গোটা পরিস্থিতির জন্য জেল কর্তৃপক্ষকেই দায়ী করা হয়েছে আপের তরফে। তাঁর জামিনের আবেদনেও একাধিকবার তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরাজ্যপালের অফিসের তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে, কেজরির মেডিক্যাল রিপোর্টে অসঙ্গতি দেখা গিয়েছে। অধিকাংশ দিনেই গ্লুকোমিটার টেস্ট রিডিং এবং কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং সিস্টেম রিডিংয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। লোকসভা ভোটের প্রচারের পর ২ জুন জেলে ফেরা থেকে এখনও পর্যন্ত তাঁর ওজন ২ কিলোগ্রাম কমে গিয়েছে বলেও উল্লেখ চিঠিতে উল্লেখ করেছেন উপরাজ্যপাল। এর জন্য কম ক্যালোরিযুক্ত খাবার খাওয়াকেই দায়ী করা হয়েছে। উপরাজ্যপাল চিঠিতে লিখেছেন, ৬ জুন থেকে ১৩ জুলাইয়ের মধ্যে চিকিৎসকের দেওয়া ডায়েট অনুসরণ করেননি তিনি। ১৮ জুন ইনসুলিন নেননি তিনি অথবা তা নথিভুক্ত করেনি জেল কর্তৃপক্ষ। ৭ জুলাই রাতের খাবার খাওয়ার আগে কেজরি ইনসুলিন নেননি বলেও উল্লেখ করেন সাক্সেনা।

উপরাজ্যপালের চিঠির সমালোচনা করে আপ নেতা সঞ্জয় সিং এক্সে লিখেছেন, 'এ কী ধরনের মজা এলজি স্যর? কেউ কি রাতে নিজেই ইচ্ছাকৃত সুগার লেভেল কমিয়ে দেবে? যা বিপজ্জনক। রোগের বিষয়ে না জেনে এ ধরনের চিঠি লেখা উচিত নয়।' আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজের কটাক্ষ, 'আমি জানতাম উপরাজ্যপাল সিমেন্ট নির্মাণ সংস্থায় কাজ করতেন। জানতাম না তিনি ডায়াবিটিস বিশেষজ্ঞ।'

এবার দোকানদারদের নাম প্রদর্শনের নির্দেশ মধ্যপ্রদেশে

ভোপাল, ২১ জুলাই: উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডের পর এবার বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশেও কানোয়ার যাত্রাপথে বহু এলাকায় দোকানদারদের নাম প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে। এবার উজ্জয়িনীতেও জারি হল সেই নির্দেশ। সেখানকার পুরসভা নির্দেশে জানিয়েছে, সমস্ত ব্যবসায়ীকেই দোকানের সামনে নিজের নাম, ফোন নম্বর প্রদর্শন করতে হবে। নিয়ম লঙ্ঘনে প্রথমবার ২ হাজার টাকা এবং পরের বার ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা দিতে হবে।

উজ্জয়িনীর মেয়র মুকেশ টাটওয়াল জানিয়েছেন, নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এর সঙ্গে মুসলিম দোকানদারদের টার্গেট করার কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি জানান, উজ্জয়িনীর মতো ধর্মীয় পবিত্র শহরে সকলে ধার্মিক আস্থা নিয়ে আসেন। তাই দোকানের পরিষেবা নেওয়ার আগে মালিকের পরিচয় জানা দরকার। যাতে কারও অসন্তোষ বা কেউ প্রতারিত হলে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পারেন। তাঁর দাবি, এই নির্দেশ ২০০২ সালেই দেওয়া হলেও, একই রং ও একই আকারের সাইনবোর্ডের নির্দেশের জন্য তা সব জায়গায় চালু হয়নি। ফলে প্রয়োগ করতে দেরি হয়ে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশে যে যে জায়গা দিয়ে কানোয়ার যাত্রা যাবে সব জায়গাতেই দোকানের মালিকের নাম লেখাটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যোগী সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এবার কানোয়ার যাত্রার জন্য ৩টি রুট ব্যবহার করা হচ্ছে যেগুলি হল মেরঠ, সহারনপুর এবং মুজফফরনগর। এই যাত্রাপথে থাকা সব খাবারের দোকানে এই নিয়ম লাগু থাকবে।

এই সিদ্ধান্তে উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী কপিলদেব আগরওয়াল দাবি করেন, শ্রাবণ মাসে বহু মানুষ, বিশেষ করে কানোয়ারিরা নির্দিষ্ট ধরনের খাবার থেকে দূরে থাকেন। অথচ মুসলিমরা হিন্দু নাম ব্যবহার করে আমিষ খাবার বিক্রি করছেন পুণ্যার্থীদের। দোকানের সামনে লেখা হচ্ছে বিষ্ণু ধাবা সেন্টার, সকুম্বরি দেবী ভোজনালয়, শুদ্ধ ভোজনালয়, অথচ সেখানে বিক্রি হচ্ছে আমিষ খাবার এটা বন্ধ হওয়া উচিত। উত্তরাখণ্ড সরকারও একই নির্দেশ জারি করেছে। এবার উজ্জয়িনীও সেই পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিল।

কেদারনাথে ধসে মৃত ৩

হিমাচলপ্রদেশ, ২১ জুলাই: প্রবল বর্ষণ আর দুর্যোগে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে উত্তরাখণ্ডে চারধাম যাত্রা। এরই মাঝে কেদারনাথে ধস নেমেছে বলে খবর। গৌরী কুণ্ডের কাছে ধস নামায় মাটি চাপা পড়ে কমপক্ষে ৩ জনের মৃত্যুর খবর খবর সামনে এসেছে। আহত হয়েছেন ৮ জন।

মৃতদের মধ্যে ২ জন মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা আর এক একজন রুদ্রপ্রয়াগের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। কিশোর অরণ পারাটে (৩১) মহারাষ্ট্রের নাগপুরের বাসিন্দা। সুনীল মহাদেব কালে (২৪) মহারাষ্ট্রের জালনার বাসিন্দা। আর অনুরাগ বিস্ত রুদ্রপ্রয়াগের তিলওয়ারার বাসিন্দা। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামি।

রবিবার ভোরের দিকে গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারনাথ যাওয়ার পথে চিরবাসা এলাকায় ধস নামে। গত কয়েকদিন ধরেই উত্তরাখণ্ডে প্রবল বর্ষণের ফলে একাধিক জায়গায় ধস নামছে। তাই চারধাম যাত্রীদের আগে থেকেই সতর্ক করা হয়েছে উত্তরাখণ্ড সরকারের তরফ থেকে। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ ধাম ধস প্রবণ হওয়ায় আবহাওয়া দেখে যাত্রীদের কেদারযাত্রার অনুমতি দেওয়া হয়। তীর্থযাত্রীদের আগে থেকে রেজিস্ট্রেশন করাতে হয়। গত কয়েক বছরে রেকর্ড ভিড় হওয়ায় আরও সতর্ক ভাবে কেদার যাত্রার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।

কয়েক মাস আগে কেদারের একাধিক জায়গায় ধস নেমেছিল। রুদ্রপ্রয়াগের একাধিক জায়গায় ধস এবং বাড়িতে ফাটল দেখা দিতেই বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বেআইনি নির্মাণের জন্যই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল বলে দাবি। এখনও সেখানে অনেকেই বাড়ির বাইরেই রয়েছেন।

দৈনিক ১৪ ঘণ্টা কাজের প্রস্তাব কর্নাটকের তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির

বেঙ্গালুরু, ২১ জুলাই: দৈনিক ১৪ ঘণ্টা কাজের প্রস্তাব দিল কর্নাটকের তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি। এই খবর জানতেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে শুরু করেছেন কর্মীরা। স্বাস্থ্য ইস্যু ও ছাঁটাই প্রসঙ্গ তুলে সরব হয়েছেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, কর্নাটক সরকার দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নিয়মে সংশোধন আনার কথা চিন্তা করছে। এমতবস্থায় সেরাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির তরফে কাজের সময় ১৪ ঘণ্টা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১২ ঘণ্টা মূল কাজ আর ওভারটাইম ২ ঘণ্টা। এই মুহূর্তের শ্রমিক আইন অনুযায়ী, এটাই ১২ ঘণ্টা। নয়া প্রস্তাবে উল্লেখ রয়েছে, আইটি/আইটিইস/ বিপিওর কর্মীদের দিনে ১২ ঘণ্টার বেশি কাজের অনুমতি দিতে হবে। কোনও ভাবেই তা পর পর তিন মাসের নিরিখে ১২৫ ঘণ্টা অতিক্রম করবে না। সরকারের তরফে এই নিয়ে প্রাথমিক ভাবে বৈঠক করা হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। শীঘ্রই ক্যাবিনেটে তা আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

ইতিমধ্যেই কর্নাটক স্টেট আইটি/আইটিইস এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। এরকম নিয়ম লাগু হলে এক-তৃতীয়াংশ মানুষ চাকরি ছেড়ে দেবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে, আইটি সেক্টরের ৪৫ শতাংশ অবসাদগ্রস্থ। ৫৫ শতাংশ শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। এরপর কাজের সময় বাড়লে পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হবে। তাদের যন্ত্র নয়, মানুষ হিসেবে দেখার আর্জি কর্মীদের।

রাস্তায় বচসা, ভারতীয় যুবককে গুলি করে খুন

ওয়াশিংটন, ২১ জুলাই: আমেরিকার রাস্তায় বচসার জেরে গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হলেন এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুবক। সপ্তাহ খানেক আগে বিয়ে করেছিলেন গেভিন দসৌর নামের ওই যুবক। এদিন নিজের গাড়িতে মেক্সিকান নববধূকে সঙ্গে নিয়ে পথে বেরিয়েছিলেন তিনি। মার্কিন প্রদেশ ইন্ডিয়ানার রাস্তায় অন্য এক গাড়ি চালকের সঙ্গে কোনও একটি বিষয়ে তাঁর বচসা হয়। অভিযোগ, তখনই ওই গাড়ি চালক গুলি চালান গেভিনকে লক্ষ্য করে। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন রক্তাক্ত ভারতীয় যুবক। হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ।

ভারতে গেভিনের বাড়ি আগ্রায়। গত ২৯ জুন মেক্সিকোর ভিভিয়ানা জোমোরার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইন্ডি শহরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে রাস্তায় দুই গাড়ি চালকের মধ্যে কোনও কারণে বচসা শুরু হয়। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, নিজের গাড়ি থেকে বেরিয়ে 'খুনি'র গাড়ি সামনে এসে দাঁড়ালেন ভারতীয় যুবক। উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে বলতে ওই গাড়ির কাচে বন্দুক দিয়ে আঘাত করেন তিনি। পালটা গাড়িতে থাকা ব্যক্তি গেভিনের মাথা এবং গলা লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দেন। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন গেভিন। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি তাঁকে।

বিয়ের দুই সপ্তাহের মধ্যে স্বামীকে হারিয়ে ভিভিয়ানা বলেন, রক্তে ভেসে যাচ্ছিল ওঁর শরীর। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর অ্যাম্বুল্যান্স মেলে। যদিও বাঁচানো যায়নি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, আত্মরক্ষার খাতিরেই গুলি চালিয়েছিল অভিযুক্ত ব্যক্তি। তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে।

এবার রাজস্থানে ট্রেন দুর্ঘটনা

আলোয়ার, ২১ জুলাই: উত্তরপ্রদেশের পর এবার রাজস্থানে ট্রেন দুর্ঘটনা। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ফের ভারতীয় রেলে দুর্ঘটনা। শনিবার গভীর রাতে রাজস্থানের আলোয়ারে মালগাড়ির ৩টি কামরা উলটে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ট্রেন চলাচল। এই দুর্ঘটনায় কোনও হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও, রেলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, মালগাড়িটি আলোয়ারের দিকে যাওয়ার সময় পুলিয়ায় বাবু শোভারাম কলেজের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। রাত ২টো ৩০ নাগাদ হঠাৎ ভীষণ আওয়াজ করে ট্রেনের ৩টি কামরা উলটে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেলের আধিকারিক ও নিরাপত্তারক্ষীরা। রেললাইন ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দীর্ঘক্ষণ ওই রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। মাঝপথে দাঁড়িয়ে যেতে হয় আলোয়ার-মথুরাগামী ট্রেনকে। কামরাগুলিকে সরানো ও লাইন মেরামতের পর ফের ওই জায়গায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হতে।

প্রসঙ্গত, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে শনিবার সন্ধেয় উত্তরপ্রদেশের আমরোহায় গাজিয়াবাদ ও মোরাদাবাদ স্টেশনের মাঝে মালগাড়ির ৭টি কামরা বেলাইন হয়ে যায়। এক মালবাহী গাড়ি উলটে যাওয়ায় একাধিক ভারী কন্টেনার এদিক ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার জেরে দীর্ঘক্ষণ দিল্লি থেকে লখনউগামী রেল চলাচল বন্ধ থাকে। তার কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ফের রেলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল।

গত ১৭ জুন উত্তরবঙ্গের চটেরহাট এবং রাঙাপানি স্টেশনের মাঝে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। ওই দুর্ঘটনায় কাঞ্চনজঙ্ঘার গার্ড এবং মালগাড়ির চালক-সহ মোট ১০ জন প্রাণ হারান। আহত হন প্রায় ৫০ জন। এর পরই ফের গত বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের গোণ্ডায় ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। চণ্ডীগড় থেকে ডিব্রুগড়গামী ট্রেনের ১০ থেকে ১২টি কামরা লাইনচ্যুত হয়ে ২ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়। বহু যাত্রী আহত হন।

৪২ জন মহিলার দেহ টুকরো করে খুনের অভিযোগ কেনিয়ায়

নাইরোবি, ২১ জুলাই: কেনিয়ার ৩৩ বছরের কলিন্স খালুসা খুন করল ৪২ জন মহিলাকে। কেননা ৪২ জন মহিলাকে খুন করা, তারপর তাদের দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে বস্তাবন্দি করে ফেলে দেওয়া- এই কাজ কী করে একজন মানুষ করতে পারে, সেটাই ভেবে পাচ্ছে না তারা! এমনকী, নিজের স্ত্রীকেও নাকি রেয়াত করেনি সে। তার বাড়িতে তল্লাশি করে মিলেছে কুড়ুল, বাণিজ্যিক রবার গ্লাভস, সেলোটেপের রোল, বস্তা ইত্যাদি। যা দেখে তদন্তকারীরা নিশ্চিত কলিন্স একজন সাইকোপ্যাথ সিরিয়াল কিলার। ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছে সে নিজের অপরাধ কবুল করে নিয়েছে বলেই সংবাদমাধ্যম সূত্রের দাবি।

নাইরোবির মুকুরি বসতির আবর্জনা ফেলার জায়গায় ৯ জন মহিলার টুকরো দেহ উদ্ধার হওয়ার পরই নড়েচড়ে বসেছিল পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়। এলাকার আশপাশের বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে থাকে। অবশেষে সন্ধান মেলে কলিন্সের। তদন্তকারীদের দাবি, জেরায় নিজের অপরাধ কবুল করে সে। ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হয় ২০২২ সাল থেকে এই 'কাণ্ড' করে আসছে সে। একে একে ৪২ জনকে খুন করে কেটে টুকরো বস্তায় ঢুকিয়ে ফেলে এসেছে আবর্জনার স্তূপে! দেখা গিয়েছে একমাত্র একজনের দেহ অবিকৃত রয়েছে। বাকিদের সকলেরই দেহ খণ্ডিত হওয়ায় এখনও অনেককে শনাক্ত করা যায়নি। কেনিয়ায় এখন এক অস্থির পরিস্থিতি। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং লিঙ্গবৈষম্য থেকে সৃষ্টি হওয়া হিংসার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এর মধ্যেই সামনে এসেছে কলিন্সের বিষয়টি। সেই সঙ্গে সমালোচিত হচ্ছে পুলিশের 'অপদার্থতা'র দিকটি। কী করে একের পর এক মহিলার নিরুদ্দেশ হওয়ার অভিযোগ জমা পড়ার পরও সেভাবে তদন্ত হল না, উঠছে প্রশ্ন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ABRIDGED NIT

On behalf of **Herambagopalpur Gram Panchayat** of Patharpratima Block under South 24 Parganas dist. invites bids through etendering process for **Est. Cost. of Rs.1854753/-**(Excl.GST&Cess). vide **NIT No. 01/320/ XVFC-TIED/NIT/HGP/ 2024, to 09/328/XVFC-UNTIED/NIT/ HGP/2024, dt.-23.07.2024.** The last Date of submission of Bids is **31.07.2024 up to 1.00p.m.** Please visit **https://wbtenders.gov.in** and SDO/BDO/GP Office.

Sd/- Pradhan, Herambagopalpur GP.

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. e-Tender details given below:

NIT No.380/MOG-I/24, dated 22-07-2024,
NIT No.381/MOG-I/24, dated 22-07-2024,
NIT No.382/MOG-I/24, dated 22-07-2024,
NIT No.383/MOG-I/24, dated 22-07-2024,
NIT No.384/MOG-I/24, dated 22-07-2024,
NIT No.385/MOG-I/24, dated 22-07-2024,
NIT No.386/MOG-I/24, dated 22-07-2024.

Last Date of Bid Submission: **31-07-2024 upto 11-00 Hrs.**
For details log on **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan, Mogra-I Gram Panchayat

Bijur-II Gram Panchayat
Vill.- Jotram, P.O.- Satgachia, Dist.- Purba Bardhaman

Notice Inviting Tender

Sealed tenders are invited from the all benefited agencies for execution of following works under BIJUR-II G.P. area. **1. Memo no.-242/Bijur-II/2024, Tender no.-02/ Bijur-II /2024-25, 2. Memo no.-243/Bijur-II/2024, Tender no.-03/ Bijur-II /2024-25.** Closing date and time of Bid Submission : **30/07/2024 up to 5.30 P.M.** Please see details at Gram Panchayat Notice Board.

Sd/- Prodhan, Bijur-II Gram Panchayat

Bandul-II Gram Panchayat
Kasthakurumba, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different development works vide **Memo No.: BAND-II/373 & e-NIT No.: BAND-II/e-NIT-01/2024-25 and Memo No.: BAND-II/374 & e-NIT No.: BAND-II/e-NIT-02/2024-25, Date: 19.07.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **22.07.2024 at 10:00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **29.07.2024 up to 06:00 PM.** Technical Bid Opening Date (Online): **01.08.2024 at 11:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/- Pradhan, Bandul-II Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/33/24-25/ 2nd Call Dated 20.07.2024	Construction of Concrete Road and Drain at Millanpally Co - Operative in Ward No. - 14 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.16,96,342.00
WBMAD/ULB/ RSM/38/24-25/ 2nd Call Dated 20.07.2024	Interlocking designer concrete paver block from Baikuntha Pur More to Kadamtala more via Ram Bhavan in Ward No. 14 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 84,19,461.00
WBMAD/ULB/ RSM/38/24-25/ 2nd Call Dated 20.07.2024	Construction of Concrete Road from Chanditala Main Road (Calender Factory) to Shitala Mandir Road(Chanditala) via Dishari Sangha Club in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 48,29,454.00
WBMAD/ULB/ RSM/41/ 24-25/ 2nd Call Dated 20.07.2024	Construction of Concrete Road from Buribattala Main Road to Buribattala Shitala Mandir via Greenland in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 35,18,170.00
WBMAD/ULB/ RSM/43/24-25/ 2nd Call Dated 20.07.2024	Construction of Concrete Road & Surface Drain at Natunpally in Ward No.- 12 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 30,70,820.00

Bid Submission end date: **07.08.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

এশিয়া কাপে আরব আমিরশাহিকে ৭৮ রানে হারালেন হরমনপ্রীতেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মেয়েদের এশিয়া কাপের সেমিফাইনালের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল ভারত। পাকিস্তানের পর সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধেও জিতলেন হরমনপ্রীত কৌরেরা। রবিবার ভারত জিতল ৭৮ রানে। বাংলার রিচা ঘোষের দাপট দেখা গেল আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে। তিনি ২৯ বলে ৬৪ রান করেন।

গ্রুপ পর্বে প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়েছিল ভারত। রবিবার দ্বিতীয় ম্যাচে তারা জিতল সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে। সেই জয় হরমনপ্রীতদের পৌঁছে দিল এশিয়া কাপের শেষ চারে। রবিবার প্রথমে ব্যাট করে ভারত। শুরুতে স্মৃতি মন্ধানা এবং দয়ালন হেমলতার উইকেটে হারিয়ে চাপে পড়েছিল দল। কিন্তু ১৮ বলে ৩৭ রান করে শুরুর চাপ কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন শেফালি বর্মা।

ইনিংস গড়ার কাজটি করেন হরমনপ্রীত। অধিনায়ক ৪৭ বলে ৬৬ রান করেন। তাঁকে কিছুটা সঙ্গ দেন

জেমাইমা রদ্রিগেজ (১৪)। জেমাইমা আউট হওয়ার পর নামেন রিচা। তিনি এবং হরমনপ্রীত মিলে ৭৫ রানের জুটি গড়েন। রিচা ১২টি চার এবং একটি ছক্কা মারেন। হরমন মারেন সাতটি চার এবং একটি ছক্কা।

২০২ রানের লক্ষ্য মাথায় নিয়ে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে ছিলেন আরব আমিরশাহির মেয়েরা। কখনও মনে হয়নি তাঁরা ভারতের রান টপকে যেতে পারবেন। রেণুকা সিংহদের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেছিলেন এশা ওঝা (৩৮) এবং কবিশা এগোডাগে (৪০)। কিন্তু দলকে জেতানোর জন্য সেই লড়াই যথেষ্ট ছিল না। ভারতের হয়ে দু'টি উইকেট নিয়েছেন দীপ্তি শর্মা। ভারতের বাকি বোলারেরা একটি করে উইকেট নিয়েছেন।

ভারতের পরের ম্যাচ নেপালের বিরুদ্ধে। ২৩ জুলাই রয়েছে সেই ম্যাচ। কিন্তু ৪ পয়েন্ট নিয়ে ভারত সেমিফাইনালে নিজেদের জায়গা প্রায় পাকা করে ফেলেছে। তবে নেপাল এবং পাকিস্তানের দু'টি করে ম্যাচ বাকি রয়েছে। তাদের সুযোগ রয়েছে ৪ পয়েন্ট পৌঁছে যাওয়ার। কিন্তু নেট রানরেটের বিচারে অনেকটাই এগিয়ে ভারত।

আগামী বছর ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজ! চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জটের মধ্যেই তুঙ্গে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৫-এ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে কি পাকিস্তানে যাবে টিম ইন্ডিয়া? সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও মেলেনি। যদিও তার সম্ভাবনা একেবারেই কম। এরই মধ্যে জানা যাচ্ছে, আগামী বছর ভারত-পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে আগ্রহী পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে হলে নিরপেক্ষ দেশে করতে হবে। বিসিসিআই থেকে এমনটাই জানিয়েছে বলে খবর। সেক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা অথবা দুবাইকে বেছে নেওয়া হতে পারে বিকল্প ভেন্যু হিসেবে। সেই জট কাটার আগেই শোনা যাচ্ছে পাক বোর্ডের নতুন প্রস্তাবের কথা। রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে আগ্রহী তারা। তবে ভারত যে সেই দেশে যাবে না এটা মাথায় রেখেই কোনও নিরপেক্ষ জায়গায় হতে পারে সেই সিরিজ।

কবে হতে পারে সেই সিরিজ? জানা যাচ্ছে, ২০২৫-র চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরই ভারতকে আমন্ত্রণ

জানাতে পারে পাক বোর্ড। তাদের একটি সূত্র সেই বিষয়ে জানাচ্ছেন, তএই প্রস্তাবটা মহসিন নকভি জয় শাহর সঙ্গে মিটিংয়ে আলোচনা করবেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর দুদলেরই যখন কোনও ম্যাচ থাকবে না, সেই সময় সিরিজ আয়োজন করা যেতে পারে।দ ধরে নেওয়া হচ্ছে, আইসিসির মিটিংয়ে এই প্রস্তাব দেওয়া হতে পারে পাক বোর্ডের তরফ থেকে।

শেষবার ভারত-পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হয়েছিল ২০১২-১৩ সালে। তার পর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দেশ আইসিসির বিভিন্ন টুর্নামেন্টে নামলেও আর কোনও সিরিজ হয়নি। সেটা কি সম্ভব হতে পারে? চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে এমনিতেই সুর চড়াচ্ছে দুপক্ষ। এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের প্রস্তাব কোন দিকে গড়ায় সেটাই এখন দেখার।

অলিম্পিক্সে জিতে পদকে কেন কামড় দেন জয়ীরা? নেপথ্যে কী কারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কখনও নীরজ চোপড়া, কখনও সাইনা নেহওয়াল, বা কখনও মীরাবাই চানু। অলিম্পিক্সে পদক জিতে তাঁদের দেখ া গিয়েছে, পদক কামড়াচ্ছেন। শুধু ভারতীয় ক্রীড়াবিদ নন, মাইকেল ফেল্পস, উসেইন বোল্টের মতো কিংবদন্তিরাও পদক জিতে তাতে কামড় দিয়েছেন। অলিম্পিক্সে পদক জিতে কেন তাতে কামড় দেন জয়ীরা? নেপথ্যে কি কোনও বিশেষ কারণ রয়েছে?

১৯১২ সালের আগে পর্যন্ত অলিম্পিক্সে পদকজয়ীদের দেওয়া হত সোনার পদক। সেই সময় জয়ীরা পদকের সোনা যাচাই করার জন্য এই কাজ করতেন। পদকে সোনা নিখাদ হলে তাতে দাঁতের দাগ বসে যায়। যদি তাতে খাদ থাকে তা হলে দাঁতের দাগ বসে না। সেই কারণেই প্রতিযোগীরা সোনা যাচাই করে নিতেন। কে সেই কাজ শুরু করেছিলেন তা জানা যায় না। তবে বেশির ভাগ জয়ীকেই দেখা যেত পদক কামড়াতে।

১৯১২ সালের পর থেকে অলিম্পিক্সে নিখাদ সোনার পদক দেওয়া হয় না। স্টিলের পদকের উপর সোনার পাতের মোড়ক থাকে। তাই সোনা যাচাই করার কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু ধীরে ধীরে সেটি রীতিতে পরিণত হয়েছে। কোনও প্রতিযোগী পদক পাওয়ার পরেই তাতে কামড় দেন। অনেকে বলেছেন, অলিম্পিক্সের আগে যে পরিশ্রম করতে হয়, ঘাম ঝরাতে হয় তার পুরস্কার এই পদক। সেই কারণে, পদক কামড়ান তাঁরা। পদককে আরও নিজের করে নেন তাঁরা।

আরও একটি কারণ অবশ্য রয়েছে। তা হল পদক নিয়ে ভাল ছবি তোলা। ফেল্পস, বোল্টদের পদক কামড়ানোর ছবি খেলাপ্রেমীদের মনে গেঁথে রয়েছে। সেই জায়গায় নিজেদেরও নিয়ে যেতে চান তাঁরা। সেই কারণে, পদক জেতার পরে তা কামড়াতে দেখা যায় জয়ীদের।

আউট দেননি আম্পায়ার, নিজের বিরুদ্ধে রিভিউ নিয়ে আউট হলেন ব্যাটার, অদ্ভুত ঘটনা ক্রিকেটে

নিজস্ব প্রতিনিধি: আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে সন্দেহ থাকলে সাধারণত ডিআরএস (রিভিউ) নেন ক্রিকেটারেরা। এ বার নিজের বিরুদ্ধেই রিভিউ নিতে দেখা গেল শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার নিরোশান ডিকওয়েলাকে। আম্পায়ার প্রথমে তাঁকে আউট দেননি। কিন্তু রিভিউতে দেখা যায়, তিনি আউট হয়েছেন।

অদ্ভুত এই ঘটনা দেখা গিয়েছে লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে। প্রতিযোগিতার প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হয়েছিল গল মার্ভেলস ও জাফনা কিংস। গলের অধিনায়ক ডিকওয়েলা ব্যাট করছিলেন। আজমাতুল্লা ওমরজাইয়ের একটি বল হাঁটু মুড়ে ফাইন লেগ অঞ্চলে খেলার চেষ্টা করেন তিনি। বল উইকেটরক্ষকের কাছে যায়। ব্যাট ও গ্লাভসের খুব কাছ দিয়ে বল যাওয়ায় আউটের আবেদন করেন উইকেটরক্ষক ও বোলার। কিন্তু আম্পায়ার আউট দেননি।

ডিকওয়েলা আউট হলেও দল জেতে। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৭৭ রান করে জাফনা। ১১ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে যায় গল। যদিও দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার জিতে ফাইনালে গলের বিরুদ্ধে খেলবে আবার সেই জাফনা।

রোহিত-হার্দিক-সূর্যদের নিয়ে দ্বন্দ্বে মুম্বই! মেগা নিলামের আগে দলবদলের খেলায় তিন ফ্র্যাঞ্চাইজি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের গত মরশুম একেবারেই ভালো যায়নি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। পাঁচবারের ট্রফিজয়ী দলের মধ্যে অধিনায়কত্ব নিয়ে ছিল ডামাডোল। রোহিত শর্মাকে সরিয়ে নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল হার্দিক পাণ্ডিয়াকে। দলের দুই গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সূর্যকুমার যাদব, জশপ্রীত বুমরাহরাও এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন বলে জানা যায়। তাহলে কি নতুন মরশুমে হার্দিককে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার মতো বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স? সেই নিয়ে তুঙ্গে জল্পনা।

আইপিএলের পরই বিশ্বজয়ের সাফল্য নিয়ে দেশে ফিরেছে টিম ইন্ডিয়া। সেখানে অবশ্য হার্দিককে পুরনো ফর্মে ফিরেছেন। যে ওয়াংখেড়েতে ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের সময় ধিক্কার শুনতে হয়েছিল, সেখানেই ফের নায়কের মর্যাদায় ফিরেছিলেন তিনি। কিন্তু তাতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ভিতরের সমস্যা মিটেছে কিনা, সেই প্রশ্নটা রয়েই গিয়েছে। সামনের আইপিএলের আগে মেগা নিলাম। সেখানে মাত্র ৩-৪ জন ক্রিকেটারকে রাখতে পারবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো।

আর সেখানে হার্দিকের ভবিষ্যৎ কী হবে, সেই নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে বলেই জানা যাচ্ছে।

আরসিবি, লখনউয়ের মতো দলগুলো নতুন অধিনায়ক খুঁজছে। তারা নজর রাখছে মুম্বইয়ের পরিস্থিতির দিকে। অন্যদিকে রোহিত কি এমআই-তে থাকতে চাইবেন? গত আইপিএলের বিতর্কিত ভিডিওর পর সেই প্রশ্নও ঘুরছে। হার্দিকের বদলে সূর্যকুমারকে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক করা হয়েছে। নির্বাচন মণ্ডলীর আগরকররা হার্দিকের ফিটনেস নিয়ে সন্তুষ্ট নন। জানা যাচ্ছে, সূর্যকে অধিনায়ক করার ক্ষেত্রে সমর্থন ছিল রোহিতেরও।

ফলে আগামী মরশুমে সূর্যকে মুম্বইয়ের নেতৃত্বের দায়িত্বে দেখা যাবে কিনা, সেই প্রশ্নও ঘুরছে। আবার নেতৃত্বের দৌড়ে রয়েছেন জশপ্রীত বুমরাহও। তাঁদের ধরে রাখতে হলে বড় অঙ্কের অর্থ খরচ করতে হবে মুম্বইকে। সেটা হলে কি হার্দিককে ফের দলবদল করতে হবে? সেই সম্ভাবনার দিকে নজর রাখছে একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি। যদিও আইপিএল কর্তৃপক্ষ এখনও জানায়নি কজন ক্রিকেটারকে দলে ধরে রাখা যাবে। কিন্তু সেই তথ্য আসার আগেই জল্পনা শুরু হয়েছে মুম্বইয়ের তারকাদের নিয়ে।

রোহিতদের জন্য অন্তর্বর্তী বোলিং কোচের নাম ঘোষণা বোর্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় দলের বোলিং কোচ নিয়ে ডামাডোল অব্যাহত। প্রথমে বোলিং কোচ হিসাবে বিনয় কুমারকে চেয়েছিলেন ভারতীয় দলের নতুন কোচ গৌতম গম্ভীর। কিন্তু পরে শোনা যায় সেই দাবি নাকচ করে দিয়েছে বোর্ড। এহেন পরিস্থিতিতে ২৭ জুলাই থেকে শ্রীলঙ্কা সফরে খেলতে নামবে ভারত। তার আগে তড়িঘড়ি বোলিং কোচের নাম ঘোষণা করে দিল বিসিসিআই। তবে পূর্ণ সময়ের জন্য নয়, অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসাবেই কাজ করবেন প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনার।

গম্ভীর ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার পরে নিজের পছন্দের একাধিক সাপোর্ট স্টাফের নাম

সুপারিশ করেছিলেন বোর্ডের কাছে। তাঁর দাবি মেনে ইতিমধ্যেই সহকারী হিসেবে অভিষেক নায়ার ও রায়ান টেন দুশখাতের নাম ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। উল্লেখ্য, দুজনেই কেকেআরে কাজ করেছেন গম্ভীরের সঙ্গে। আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরেও যাবেন তাঁরা। ফিল্ডিং কোচ হিসেবে টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে থাকছেন টি দিলীপই।

কিন্তু বোলিং কোচের জট এখ নও কাটেনি। প্রাথমিকভাবে বিনয় কুমারকে বোলিং কোচ হিসাবে চেয়েছিলেন জিজি। কিন্তু সেই প্রস্তাব বোর্ডের মনঃপূত হয়নি। তার বদলে মর্নি মর্কেলকে জাতীয় দলের বোলিং কোচ করার কথা ভাবা হয়। তিনিই কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে আছেন বলে সূত্রের খবর। তবে এখনও রোহিতদের বোলিং কোচ হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়নি।

এহেন পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য সাইরাজ বাহুতুলের নাম ঘোষণা করল বিসিসিআই। ইতিমধ্যেই তিনি এনসিএতে রয়েছেন। সেখান থেকেই অন্তর্বর্তী বোলিং কোচ হিসাবে শ্রীলঙ্কায় উড়ে যাবেন তিনি। শ্রীলঙ্কা সফরের পরে প্রায় একমাসের বিরতি রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে। সেই সময়ে কি পূর্ণ সময়ের জন্য রোহিতদের বোলিং কোচের নাম জানাবে বিসিসিআই?

নীরজ, সিন্ধুদের জন্য সাড়ে ৮ কোটি টাকা ঘোষণা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্যারিস অলিম্পিক্সে ভারতের যে প্রতিযোগীরা যাচ্ছেন, তাঁদের জন্য সাড়ে ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। রবিবার বিসিসিআই সচিব জয় শাহ এই ঘোষণা করেন। ভারতীয় অলিম্পিক্স সংস্থাকে (আইওএ) এই টাকা দেওয়া হবে। প্যারিস অলিম্পিক্সে যে ১১৭ জন ভারতীয় প্রতিযোগী অংশ নেবেন, তাঁদের জন্যই টাকা দেওয়া হচ্ছে।

সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে জয় শাহ লেখেন, ত২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিক্সে ভারতের যে প্রতিযোগীরা যাচ্ছেন তাঁদের জন্য এই ঘোষণা করতে পেরে আমি গর্বিত। আইওএ-কে সাড়ে ৮ কোটি টাকা দেব আমরা। সকল প্রতিযোগীকে শুভেচ্ছা। দেশকে গর্বিত করো তোমরা। জয় হিন্দ।দ

প্যারিসে ভারতের ৭০ জন পুরুষ এবং ৪৭ জন মহিলা প্রতিযোগী অংশ নেবেন। ২৯ জন অ্যাথলিট যাচ্ছেন। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে এটাই ভারতের সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগী। ২১ জন শুটার যাচ্ছেন। পুরুষদের হকি দল রয়েছে। কুস্তি, তিরন্দাজি, ভারোত্তোলন, জুডো, রোয়িংয়েও ভারতের প্রতিনিধি রয়েছেন। এই প্রথম বার অলিম্পিক্সে ভারতের যত জন প্রতিযোগী রয়েছেন, প্রায় তত জন সাপোর্ট স্টাফ রয়েছেন।

২৬ জুলাই অলিম্পিক্সের উদ্বোধন। চলবে ১১ অগস্ট পর্যন্ত। তবে কিছু কিছু খেলার যোগ্যতা অর্জন পর্ব শুরু হয়ে যাবে ২৪ জুলাই থেকে।

অলিম্পিক্স ভিলেজে পৌঁছেও সমস্যায় অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ফুটবল দল

নিজস্ব প্রতিনিধি: অলিম্পিক্সে যোগ দিতে প্যারিস পৌঁছে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ফুটবল দল। খে লোয়াড়, কোচেরা ফ্রান্সে পৌঁছে গেলেও তাঁদের বেশ কিছু ব্যাগ আটকে রয়েছে স্পেনের বিমানবন্দরে। ফলে অলিম্পিক্স শুরুর কয়েক দিন আগে বিপাকে পড়েছেন তাঁরা।

২৫ জুলাই মাঠে নামবে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ফুটবল দল। গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ জার্মানি। অথচ প্যারিসে পৌঁছেও ঠিক মতো অনুশীলন করতে পারছেন না অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ফুটবলারেরা। তাঁদের বেশ কিছু ব্যাগ আটকে রয়েছে স্পেনের বিমানবন্দরে। সেগুলিতে বিভিন্ন ক্রীড়া সরঞ্জাম ছাড়াও রয়েছে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রীও। রবিবার সমস্যার কথা জানিয়েছেন

দলের প্রধান আনা মেয়ার্স।

ব্যাগগুলি কবে তাঁরা হাতে পাবেন, সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারেনি বিমান সংস্থা। যত দ্রুত সম্ভব ব্যাগগুলি প্যারিসে নিয়ে আসার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ফুটবলারেরা। সমস্যা সমাধানে যোগাযোগ করা হয়েছে ফুটবল অস্ট্রেলিয়ার (সে দেশের ফুটবল সংস্থা) সঙ্গে। মেয়ার্স জানিয়েছেন, ''অনুশীলন করতে খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না। তবে ফুটবলারদের বেশ কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস আটকে রয়েছে। ওদের ব্যক্তিগত কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিসও আছে ব্যাগগুলিতে ম্যাচের সময় সমস্যা হতে পারে। চিকিৎসা সামগ্রীগুলিও হাতে পাওয়া জরুরি।''

সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন ফুটবল অস্ট্রেলিয়ার কর্তারা। আশা করা হচ্ছে, সোমবারের মধ্যে স্পেনে আটকে থাকা ব্যাগগুলি অলিম্পিক্স ভিলেজে অস্ট্রেলিয়া শিবিরে পৌঁছে যাবে। তবে ব্যাগগুলি হাতে না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারছেন না অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ফুটবলারেরা।

এর আগেও প্যারিসে জিনিসপত্র পাঠাতে গিয়ে সমস্যা পড়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রীড়া কর্তারা। অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণকারী অস্ট্রেলিয়ার সব ক্রীড়াবিদদের অনুশীলন এবং ম্যাচের জার্সি-সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস জাহাজে করে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যে জাহাজে অস্ট্রেলিয়া দলের জিনিসপত্র ছিল, সেই জাহাজটির সঙ্গে অন্য একটি জাহাজের সংঘর্ষ হয় জিব্রাল্টার প্রণালীতে। জুলাইয়ের প্রথম দিকের সেই সমস্যার সমাধান আগেই হয়েছে। এ বার মহিলা ফুটবল দলের বেশ কিছু ব্যাগ আটকে রয়েছে স্পেনের একটি বিমানবন্দরে।

'বিরাট-ধোনির সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না', বললেন নীরজ?

নিজস্ব প্রতিনিধি: তিনি টোকিও অলিম্পিকে জ্যাভলিনে সোনাজয়ী। এবারের অলিম্পিকেও দেশের 'সোনার ছেলে'র দিকেই তাকিয়ে রয়েছে ভারতবাসী। প্রত্যাশার চাপ তুঙ্গে। সেই অভিযান শুরুর আগে মুখ খুললেন নীরজ চোপড়া। জানিয়ে দিলেন দেশের ক্রিকেট তারকাদের সঙ্গে নিজেকে কখনই তুলনা করেন না তিনি।

কদিন আগেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। তার পরই রাজকীয় সংবর্ধনা পেয়েছেন রোহিত-বিরাটরা। এবার প্যারিস অলিম্পিকের মঞ্চে দেশের পতাকা তুলে ধরার দায়িত্ব অ্যাথলিটদের। সেই তালিকায় উপর দিকে রয়েছেন নীরজ।

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তছোট থেকেই জানি, ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা অন্য পর্যায়ে। অন্য খেলার অ্যাথলিটদের দিকে যত নজর থাকে, তার থেকে অনেক বেশি আগ্রহ থাকে ক্রিকেটারদের নিয়ে। তার মানে এই নয় যে, আমাকে ক্রিকেটই বেছে নিতে হত। জ্যাভলিন নিয়েই আমি স্বপ্নপূরণ করতে চেয়েছিলাম। আমি কখনই ভাবিনি, অলিম্পিকে সোনা জিতব। আমি এটা খেলতে চেয়েছি শুধুমাত্র ভালোবাসা থেকে।

দিন কয়েক আগেই চিরাগ শেট্টির মতো তারকাদের অভিযোগ ছিল, ক্রিকেট নিয়ে মাতামাতিতে অন্য খেলার কদর কমেছে। নীরজ অবশ্য তার সঙ্গে একমত নন। তিনি জানান, তআমি কখনই নিজেকে বিরাট কোহলি বা এম এস ধোনির সঙ্গে তুলনা করতে চাইনি। ভারতের বাস্তব পরিস্থিতি আমি ভালোমতই জানি। অলিম্পিকের পর আমাকে বহু লোক চিনেছেন। কিন্তু ক্রিকেটারদের সঙ্গে আমার জনপ্রিয়তার বিরাট তফাৎ রয়েছে। দেশের প্রতিটা গলিতে ক্রিকেট খে লা হয়। কিন্তু সেভাবে তো জ্যাভলিন প্র্যাকটিস করা হয় না।

সেই ধারণা অবশ্য অনেকটাই বদলেছে নীরজের হাত ধরে। প্যারিস অলিম্পিকে ফের তাঁর কাছে সোনার স্বপ্ন। সেই লড়াইয়ে নামার আগে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করতে পারে তাঁর কোচ ক্লাউস বারতোনিয়েৎজের বক্তব্য। কুঁচকির চোট থেকে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ নীরজ। তিনি পুরোদমে প্র্যাকটিস করছেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**